সপ্তদশ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীগৌরসুন্দরের মন্দার ও পুন্‌পুন্ হইয়া গয়া-গমন, তথায় শ্রীঈশ্বর-পুরীর সহিত মিলন, মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণচ্ছলে তাঁহাকে কৃপা, আত্মপ্রকাশ, কৃষ্ণবিরহোন্মাদে মত্ত হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধানার্থ মথুরায় গমনোদ্‌যোগ এবং পথে আকাশবাণী-শ্রবণে কিয়দ্দূর হইতে নবদ্বীপে মায়াপুরে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি বিষয়-বর্ণনান্তে আদি-খণ্ডের উপসংহার হইয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দর যেকালে অধ্যাপক-শিরোমণিরূপে নবদ্বীপে বিহার করিতেছিলেন, সেইকালে চতুর্দিকে পাষণ্ড-স্মার্তবাদাদি গুরুতরভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। ভক্তিযোগের নাম-শ্রবণও দুষ্কর হইয়া পড়িল। দুষ্টগণ বৈষ্ণবগণের অযথা নিন্দা করিতে থাকিল। শ্রীগৌরসুন্দর আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে বিচার করিয়া স্মার্ত পাষণ্ডমত নিরাস ও বিমুখ-মোহনকল্পে শিষ্যবর্গের সহিত আধ্যক্ষিক দর্শনে কর্মমার্গীয় লৌকিক বিচার-পালনার্থ গয়া-তীর্থ যাত্রার অভিনয় করিলেন। পথে আসিতে আসিতে বিমুখ-মোহন-কল্পে জ্বর-লীলা-প্রকাশ এবং সেবক-বাৎসল্য ও পারমার্থিক বিপ্রগণের পাদোদকের বল-প্রদর্শন-কল্পে বিপ্র-পাদোদক পানে জ্বরলীলার অবসান করাইলেন। পুন্‌পুন্-তীর্থে আসিয়া পিতৃদেবার্চন-লীলা-সমাপনপূর্বক গয়াধামে প্রবিষ্ট হইলেন। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও তথায় যথোচিত পিতৃদেবের সম্মানলীলা প্রদর্শন করিয়া চক্রবেড়-তীর্থে আগমনপূর্বক গদাধরের পাদপদ্ম-দর্শন-লীলা প্রকাশ করিলেন। তথায় বিপ্রগণের মুখে পাদপদ্ম-মাহাত্ম্য শ্রবণপূর্বক শুদ্ধসাত্ত্বিক বিকারে বিভূষিত হইয়া প্রেম-ভক্তিপ্রকাশের প্রারম্ভ-লীলা আবিষ্কার করিলেন। দৈবযোগে সেইসময় তথায় ঈশ্বরপুরীপাদের সহিত প্রভুর মিলন হইল। ঈশ্বরপুরীর ন্যায় মহাভাগবত দর্শনেই যে গয়া-যাত্রার সফলতা ও গয়া তীর্থে পিণ্ডাদি-দান বা পিতৃদেবার্চন হইতেও বৈষ্ণব-দর্শন যে অসমোর্ধ্ব গুণে শ্রেষ্ঠ এবং মহাভাগবত শ্রীগুরুপাদপদ্মে চিরতরে আত্মসমর্পণই যে গৌরসুন্দরের গয়াযাত্রা-লীলার উদ্দেশ্য, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট প্রকাশ করিলেন। প্রকৃতিগুণ-সংমূঢ়, অকৃৎস্নবিৎ, মন্দমতি অজ্ঞান কর্মসঙ্গিগণকে বিচলিত না করিয়া কর্মকাণ্ডিগণের সাধু-গুরু-সমীপে কৃষ্ণনাম মন্ত্র-দীক্ষা লাভের পূর্বে কর্মাধিকার-প্রদর্শন-মুখে লোকশিক্ষা-কল্পে এবং আনুষঙ্গিকভাবে বিমুখ-মোহনকল্পে গৌরসুন্দর লৌকিক-রীতি অনুসারে গয়ায় যাবতীয় তীর্থ-শ্রাদ্ধাদি করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিলেন। পরে নিজাবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বহস্তে রন্ধনকার্যে নিযুক্ত হইলেন, এমন সময় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রভু নিজোদ্দেশে পাচিত অন্নাদি সমস্তই শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে ভিক্ষা করাইবার জন্য স্বহস্তে পরিবেশন এবং শ্রীহস্ত দ্বারা গুরুরূপে বৃত পুরীপাদের সাক্ষাৎসেবনাদি লীলা প্রদর্শন করিয়া গুরুসেবার সর্বোত্তম আদর্শ প্রচার করিলেন। অন্য একদিন নিভৃতে শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট মহাপ্রভু প্রণিপাত-সহকারে মন্ত্রদীক্ষার প্রার্থনা-লীলা এবং তাঁহার নিকট হইতে দশাক্ষর-মন্ত্র-গ্রহণ ও সর্বস্ব গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিবার লীলা প্রকাশ করিয়া জগদ্‌গুরু গৌরনারায়ণ প্রভু প্রেমারুরুক্ষু লোকগণকে শিক্ষা প্রদান করিলেন। গুরুপাদপদ্মে সর্বাত্মসমর্পণকারী দিব্যজ্ঞানলব্ধ ব্যক্তিরই গুরুসেবা-ফলে প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে, ইহা জানাইবার জন্য মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণ-লীলার পর কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হইয়া 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ এবং পরম অস্থিরতা-ময়ী লীলা প্রকাশ করিলেন। 'আমি আর সংসারে প্রবিষ্ট হইব না, চিত্তচৌর কৃষ্ণের অনুসন্ধানে মথুরায় যাইব,---ইহা বলিয়া প্রভু

তীর্থ-সঙ্গি-ছাত্রগণকে নবদ্বীপে গৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। কাহাকেও না বলিয়া রাত্রিশেষে কৃষ্ণবিরহে পরম-ব্যাকুল হইয়া কখনও 'কৃষ্ণ রে', 'বাপ রে' কখনও 'কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ পাঙ মুরলীবদন' ইত্যাদি ভাবে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিতে করিতে প্রেমাবেশে মথুরার দিক্ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর যাইতেই আকাশবাণীতে শুনিতে পাইলেন যে, তখনও প্রভুর মথুরায় শুভবিজয় করিবার কাল উপস্থিত হয় নাই। এখন প্রভুর নবদ্বীপে কিছুকাল প্রেমভক্তি-বিতরণ কার্য আবশ্যক। আকাশবাণী শুনিয়া গৌরসুন্দর নিবৃত্ত হইলেন এবং নিজাবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর আজ্ঞা গ্রহণপূর্বক শিষ্যগণের সহিত শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন। এইস্থানে আদি-খণ্ডের কথা পরিপূর্ণ হইয়াছে। গ্রন্থকার নিত্যানন্দ-ভৃত্য-সূত্রে দৈন্যমুখে শ্রীনিত্যানন্দের আদেশেই চৈতন্য-চরিত্র লিখিবার নিজ-প্রয়াস জ্ঞাপন এবং গুরু-নিত্যানন্দের সেবা-নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া সকল-জীবকে প্রভু-নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভু-শ্রীচৈতন্যের আনুগত্য-লাভের নিমিত্ত সদৈন্যে ও সাগ্রহে আহ্বান করিয়াছেন। (গৌঃ ভাঃ)

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর মহেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দপ্রিয় নিত্য-কলেবর।।১।।

জয় জয় সর্ব-বৈষ্ণবের ধন প্রাণ।
কৃপা-দৃষ্ট্যে কর', প্রভু, সর্বজীবে ত্রাণ।।২।।

প্রভুর গয়া-যাত্রা-প্রসঙ্গ-বর্ণন—

আদিখণ্ড-কথা, ভাই, শুন সাবধানে।
শ্রীগৌরসুন্দর গয়া চলিলা যেমনে।।৩।।

অধ্যাপক-চূড়ামণিরূপে গৌর-নারায়ণের বিদ্যাবিলাস—

হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
অধ্যাপক-শিরোমণি-রূপে করে বাস।।৪।।

তাৎকালিক নবদ্বীপের অবস্থা-বর্ণন; গৌরকীর্তনবিরোধী অক্ষজজ্ঞান-মত্ত পাষণ্ডিগণের বৃদ্ধি—

চতুর্দিকে পাষণ্ড বাড়য়ে গুরুতর।
'ভক্তিযোগ' নাম হৈল শুনিতে দুষ্কর।।৫।।

লোকের জড়রসমত্ততা-দর্শনে ভক্তগণের মনোদুঃখ—

মিথ্যা-রসে দেখি' অতি লোকের আদর।
ভক্ত-সব দুঃখ বড় ভাবেন অন্তর।।৬।।

বিদ্যাবিলাসাভিনিবেশ-লীলা দেখাইয়া প্রভুর স্বভক্ত-দুঃখ-দর্শন—

প্রভু সে আবিষ্ট হই' আছেন অধ্যয়নে।
ভক্ত-সব দুঃখ পায়,—দেখেন আপনে।।৭।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

তৎকালে জগতে শুদ্ধসত্ত্বস্বভাব কৃষ্ণভক্ত নিতান্ত বিরল ছিল। অনেকেই কৃষ্ণবৈমুখ্য-নিবন্ধন দুষ্ট, খল, মৎসর এবং কুকর্ম বা অপকর্ম-জীবী হওয়ায় শুদ্ধভক্তিযোগের সমুৎকর্ষ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া নিজ-নিজ-রুচি ও কল্পনাগত সাধনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিত; সুতরাং অভক্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া তাহারা ভক্তির বিরোধী হইয়া পড়িয়াছিল। সাধারণ অজ্ঞজনগণ অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও তপস্যাদিতেই আচ্ছন্ন থাকায় তাহাদের মলিনচিত্তে শুদ্ধভক্তির কথা আদৌ ভাল লাগিত না। সুতরাং তাহারা সকলেই ভগবদ্ভক্তি-প্রচারের বিরোধী হইয়াছিল।

সাধারণ প্রাকৃত-লোকসকল বিষয়-বিষ্ঠা-রস-পানে অতীব প্রমত্ত ছিল। সচ্চিদানন্দ-কৃষ্ণরস-পানে বিমুখ হইয়া ছলনাময় ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের তুচ্ছ, অনিত্য, অনর্থময় বৈরস্য-লাভে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছে দেখিয়া ভগবদ্ভক্তগণ তাহাদিগের নিত্য-মঙ্গলকামী হইয়া নিতান্ত দুঃখিত থাকিতেন। ভক্ত ব্যতীত অপর অভক্তগণ সকলেই পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষে বৃথা কালাতিপাত করিত। কেবলমাত্র ভক্তগণই ঈশ-বিমুখ জীবের দুর্দশা-দর্শনে তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া জীবের নিত্যমঙ্গল প্রার্থনা করিতেন। তৎকালীন জগতের অবস্থা-বর্ণন—পূর্ববর্তী ১৬শ অঃ ৩০৮ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য।।৫-৬।।

স্বীয় ভক্তগণের প্রতি পাষণ্ডিগণের অযথা-নির্যাতন-শ্রবণ—

নিরবধি বৈষ্ণব-সবেরে দুষ্টগণে।
নিন্দা করি' বুলে, তাহা শুনেন আপনে।।৮।।

ভক্ততোষণ ও পাষণ্ডি-নিস্তারার্থ প্রভুর স্বপ্রকাশেচ্ছা; তৎপূর্বে গয়াতীর্থ-পাবনার্থ প্রভুর গয়া গমন-দর্শনেচ্ছা—

চিত্তে ইচ্ছা হৈল আত্মপ্রকাশ করিতে।
ভাবিলেন—"আগে আসি' গিয়া গয়া হৈতে।।"৯।।

ইচ্ছাময় শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্।
গয়া-ভূমি দেখিতে হইল ইচ্ছা তান।।১০।।

কর্মকাণ্ডীকে বঞ্চনার্থ পিতৃশ্রাদ্ধাদি-লৌকিক-লীলাভিনয়ান্তে বহু ছাত্রসহ প্রভুর গয়াযাত্রা—

শাস্ত্র-বিধিমত শ্রাদ্ধ-কর্মাদি করিয়া।
যাত্রা করি' চলিলা অনেক শিষ্য লৈয়া।।১১।।

সর্বাদৌ শচীমাতার আজ্ঞা-গ্রহণ—

জননীর আজ্ঞা লই' মহা-হর্ষ-মনে।
চলিলেন মহাপ্রভু গয়া-দরশনে।।১২।।

বহু অতীর্থকে তীর্থীকরণমুখে প্রভুর গয়া-যাত্রা—

সর্ব-দেশ-গ্রাম করি' পুণ্যতীর্থময়।
শ্রীচরণ হৈল গয়া দেখিতে বিজয়।।১৩।।

ধর্মপ্রসঙ্গ ও নানা-কথাবার্তানন্দে মন্দারে আগমন—

ধর্ম-কথা, বাক্যে-বাক্য, পরিহাস-রসে।
মন্দারে আইলা প্রভু কতেক দিবসে।।১৪।।

মন্দারপর্বতোপরি প্রভুর ভ্রমণ—

দেখিয়া মন্দারে মধুসূদন তথায়।
ভ্রমিলেন সকল পর্বত স্বলীলায়।।১৫।।

একদিন জ্বররোগাক্রান্তি-ছল-প্রদর্শন—

এইমত কত পথ আসিতে আসিতে।
আর দিন জ্বর প্রকাশিলেন দেহেতে।।১৬।।

লোকশিক্ষার্থ লৌকিকী-লীলা ও চেষ্টা-প্রদর্শন—

প্রাকৃত-লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
লোক-শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর।।১৭।।

শ্রীগৌরসুন্দর—সর্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্। সকল-জীবই তাঁহার ভক্ত বশ্য আশ্রিত দাস; সুতরাং এক দাস অপর-দাসের প্রতি হিংসা করায় স্বীয় দাসগণের শোচনীয় পাপ-প্রবৃত্তি, মৈত্রাভাব ও দুঃখ-দুর্দশা-দর্শনে তাঁহার দয়া আবির্ভূত হইল। ভক্তগণ কোন-জীবেরই হিংসা করেন না, পরন্তু অভক্তগণই ভক্তের হিংসা করিয়া থাকে; তজ্জন্য ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর স্বরূপ-বিস্মৃত ঈশ্বর-বিমুখ নাস্তিক অভক্তগণের দ্বারা নানাভাবে শুদ্ধভক্তের প্রতি নিন্দাপবাদ-নির্যাতন-কথা শ্রবণ করিতে থাকিলেন। তিনি স্বীয় ভক্তের প্রতি নিগ্রহ শ্রবণ করিয়া তখনও আপনাকে ভক্তগণের একমাত্র রক্ষক ও পালক বলিয়া জগৎসমক্ষে প্রকটিত করেন নাই।।৮।।

প্রভুর গয়ায় গমনের তাৎপর্য,—ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংই যে তাঁহার ভক্তগণের একমাত্র আশ্রয়, এইরূপ ঐশ্বর্য-লীলা প্রদর্শন করিবার পূর্বে স্বয়ং ভক্তের বেষ-গ্রহণ-লীলাভিনয়ের জন্য গয়ায় শুভবিজয় করিতে ইচ্ছা করিলেন। গয়া এককালে বৌদ্ধগণের দ্বারা উপদ্রুত হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ কর্মকাণ্ড বিনাশ করিবার জন্য এস্থানে প্রবল অভিযান করে। গদাধর বিষ্ণু বৌদ্ধ-বিপ্লবের আক্রমণ হইতে বেদানুগ জনগণের উদ্ধার-সাধনোদ্দেশ্যে গয়াসুরের শিরোভাগে স্বীয় পাদ-পদ্ম স্থাপন করেন। কর্মকাণ্ডিগণ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর প্রতি নানা-প্রকার নির্যাতন করিতেছিল; এই জন্য বুদ্ধাবতার প্রকাশ করিয়া কর্মকাণ্ডের অপব্যবহার লোক-সমক্ষে প্রদর্শন পূর্বক উহার অসৎ ফল্গু বিচারসমূহ নিরাস করেন। আবার পরবর্তিকালে তদাশ্রিত বৌদ্ধব্রুবগণ স্বীয় স্বরূপধর্ম বিষ্ণুভক্তি ভুলিয়া গিয়া বিষ্ণু হতে বুদ্ধদেবকে পৃথক্ বুদ্ধি করায় শ্রুতিবিরুদ্ধ নাস্তিক্যতমো-বাদ বর্ধন করিয়াছিল। যদিও কুবিচার-ভ্রান্ত বৌদ্ধাচার্যের শিরোদেশে বিষ্ণুপাদপদ্ম পতিত হইয়াছিল, তথাপি কর্মাগ্রহিগণের বিচার-প্রণালীতে শুদ্ধভক্তির বিরোধ লক্ষিত হইতেছিল। বিবিধ স্মৃতিনিবন্ধে ঐকান্তিক বিষ্ণুসেবনের পরিবর্তে নানা-প্রকার মনঃকল্পিত ফলভোগ-কাম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। শ্রুতির তাৎপর্যানভিজ্ঞ প্রাকৃত কর্মজড় জনসাধারণের বিশ্বাসানুকূলে তাহাদিগকে বঞ্চিত ও মোহিত করিয়া পিতার তর্পণোদ্দেশে শেষ কৃত্য পিণ্ডদানের নিমিত্তই গৌরসুদর গয়া-গমন লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। তৎকালে চার্বাক-মত অতিশয় প্রবল হওয়ায় জন্মান্তরবাদ বিপন্ন হইয়াছিল। বৌদ্ধগণের বিচার-যুক্তিতে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইলেও

নিমাই পণ্ডিতের জ্বররোগ-প্রকাশ-দর্শনে তদীয় ছাত্রগণের দুশ্চিন্তা—

মধ্য-পথে জ্বর প্রকাশিলেন ঈশ্বরে।
শিষ্যগণ হইলেন চিন্তিত অন্তরে।।১৮।।

রোগ-নিরাময়ার্থ বিবিধ ঔষধাদি-দ্বারা চিকিৎসা-সত্ত্বেও জ্বর ত্যাগাভাব-লীলা-প্রদর্শন—

পথে রহি' করিলেন বহু প্রতিকার।
তথাপি না ছাড়ে জ্বর,—হেন ইচ্ছা তাঁর।।১৯।।

অক্ষরবৎ অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণের পাদোদক-রূপ ঔষধ-পানার্থ নিজেই নিজের ব্যবস্থা দান—

তবে প্রভু ব্যবস্থিলা ঔষধ আপনে।
'সর্বদুঃখ খণ্ডে বিপ্রপাদোদক-পানে।।''২০।।

''মামকী তনু'' অক্ষরবিৎ অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য-প্রদর্শন—

বিপ্রপাদোদকের মহিমা বুঝাইতে।
পান করিলেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে।।২১।।

ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানের চিদ্‌বিলাসরূপ সবিশেষত্ব-বিচার স্থান পায় নাই। তাদৃশ শ্রুতিবিরুদ্ধ বৌদ্ধ-বিচারকে স্তব্ধ করিয়া ভগবান্ গদাধর বিষ্ণু স্বীয় একেশ্বর সবিশেষ পরম পদ স্থাপন করেন। গয়াধামে ''ত্রেধা নিদধে পদম্'' এই ঋঙ্মন্ত্রের উদ্দিষ্ট শ্রীবামনদেব অর্চ্যাবিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই চিদ্বিলাসময় পাদপীঠের পূজায় ভগবানের নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম-বিচার পরাভূত হয়।।৯-১০।।

শ্রীচরণ....বিজয়,—গয়া দেখিতে শ্রীচরণের বিজয় হইল অর্থাৎ গয়াতীর্থ পবিত্র করিবার জন্য তীর্থপাদ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যাত্রা করিলেন। প্রভুর গয়াতীর্থে শুভবিজয়-কালে পথিমধ্যে যে-সকল দেশগ্রামে স্বীয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পাবন পদরেণু অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গেলেন, সেই সমস্তই মহাপুণ্যতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।।১৩।।

মন্দারে মধুসূদন,—কলিকাতা হইতে ই, বি, আর অথবা ই, আই, আর-যোগে ভাগলপুর-ষ্টেশন, তথা হইতে একটী ব্র্যাঞ্চ্ লাইনের সীমান্তে প্রায় বিশ মাইল দূরে 'মন্দারহিল্'-ষ্টেশন, তথা হইতে প্রায় দেড়মাইল দূরে মন্দার-পর্বত। পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ—পাদদেশ হইতে প্রায় দেড় মাইল ব্যবহিত। ঐ শৃঙ্গোপরি দুইটী মন্দির, তন্মধ্যে বৃহত্তরটীর অভ্যন্তরে বহুপূর্বে শ্রীমধুসূদন-অর্চা-বিগ্রহ পূজিত হইতেন। শুনা যায়, উভয় মন্দিরই অধুনা জৈনগণের হস্তগত। কালাপাহাড়ের দৌরাত্ম্য ভয়ে শ্রীমধুসূদনবিগ্রহ মন্দার-পর্বত হইতে প্রায় দেড়-মাইল দূরবর্তী এবং মন্দারহিল-ষ্টেশন হইতে ৪০০ হাত দূরবর্তী বওসিগ্রামে আনীত হইয়া এক্ষণে তথায়ই পূজিত হইতেছেন। শ্রীগৌর-জন্মভূমি প্রাচীন-নবদ্বীপস্থিত শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের উদ্‌যোগে মন্দারপর্বতে শ্রীচৈতন্য চরণচিহ্নের প্রকাশ-অর্চাবিগ্রহ বা শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপিত হইয়াছেন।।১৫।।

স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদানন্দ-কলেবর হইয়াও মায়ামূঢ় আধ্যক্ষিক অক্ষজ-দর্শনকারিগণের বুদ্ধি ও দর্শন মোহিত ও বঞ্চিত করিবার জন্য কর্মফলবাধ্য প্রাকৃত-জীবের জড়শরীর যেরূপ জ্বরাদিতে বিকল হয়, তদ্রূপ জ্বরগ্রস্ত হইবার নাট্যাভিনয় প্রদর্শন করিলেন।।১৬।।

মায়াধীশ সচ্চিদানন্দ বিষ্ণুকলেবর কখনই প্রাকৃত মর্ত্যজীবের দেহের ন্যায় প্রাকৃত সুখ-দুঃখাদি ত্রিগুণ-জাত বিকারযোগ্য নহেন। যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে প্রাকৃত জীবসম জ্ঞান করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই মহা-অপরাধপঙ্কে নিমগ্ন হইবেন। পাছে প্রাকৃত-কর্মফলবাধ্য যমদণ্ড্য, মর্ত্য, ভ্রান্ত জীবগণ নিজ-নিজ-প্রাকৃত-জড়শরীরকে অপ্রাকৃত বলিয়া মনে করে এবং প্রাকৃত-সহজিয়াগণ আপনাদিগকে অপ্রাকৃত মুক্ত- বৈষ্ণবাভিমান করেন, তজ্জন্য তাহার প্রতিষেধকল্পে লোকশিক্ষার নিমিত্ত তিনি নিজবিগ্রহে বিমুখ-জীবসুলভ জ্বর-ভোগ-লীলার অভিনয় প্রদর্শন করিলেন। বস্তুতঃ অনভিজ্ঞ মায়া-মূঢ় জনগণ পরমেশ্বর গৌরসুন্দরের এই লীলাভিনয় দর্শন করিয়া যাহাতে আরও মোহিত হয়, তজ্জন্যই তাহাদের স্ব-স্ব-মায়া-মোহিত বুদ্ধির তুচ্ছ যোগ্যতা প্রদর্শন করিবার ইচ্ছায় নিজের অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে গৌরসুন্দর প্রাকৃত-জ্বরের আরোপমাত্র করিলেন জানিতে হইবে।।১৭।।

যখন নানাবিধ ঔষধ-ব্যবহারেও প্রভুর জ্বরত্যাগ দেখা গেল না, তখন জগদ্‌গুরু প্রভু লোক-শিক্ষার জন্য বিষ্ণুতত্ত্ববেত্তা অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা জগতে জ্ঞাপন করিবার ইচ্ছায় ঔষধরূপে নিজপ্রিয় বিপ্র-পাদোদক গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন

ব্রাহ্মণপাদতীর্থে জীবের ত্রিতাপ-জ্বালা-নাশ-শিক্ষাদান—

বিপ্রপাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর।

সেইক্ষণে সুস্থ হৈলা, আর নাহি জ্বর।।২২।।

ভগবৎকর্তৃক অচ্যুতাত্ম-বিপ্র-মাহাত্ম্য-মর্যাদা-প্রদর্শন সর্বশাস্ত্রে উল্লিখিত—

ঈশ্বরে যে করে বিপ্রপাদোদক পান।

এ তান স্বভাব,—বেদ-পুরাণ প্রমাণ।।২৩।।

"যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে"

তথাহি (শ্রীগীতায়াং ৪।১১)—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।২৪।।

ভক্ত ও ভগবান্, উভয়েই পরস্পরের বশীভূত—

যে তাহান দাস্য-পদ ভাবে নিরন্তর।

তাহান অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর।।২৫।।

করিলেন। এতদ্দ্বারা একদিকে যেমন কর্মালানবদ্ধ প্রাকৃত যমদণ্ড্য মর্ত্য-জীবের মূঢ়তা উৎপাদন করিবার লীলা প্রদর্শন করিলেন, অপরদিকে জগতে যাহাতে বিষ্ণুতত্ত্ববিৎ অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। নারায়ণলীলায় যেমন স্বীয় বক্ষোদেশে ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ করিয়া নিজের ভক্তের গৌরব বর্ধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এই গৌর-লীলায়ও তিনি মামকীতনুর মর্যাদা স্থাপন করিলেন। প্রভুর এই অচিন্ত্য গূঢ়-লীলার তাৎপর্য না বুঝিয়া প্রাকৃত মূর্খ সহজিয়া-সম্প্রদায় প্রায়শঃ জাতিসামান্য-বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হইয়া রাক্ষস-বিপ্রের জড় পাদোদক পান করিয়া বসেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১১।৩৫) কথিত—"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ।।"—এই বিচার-বিধি লঙ্ঘন করিয়া যাহারা সর্ব ব্রাহ্মণ-গুরু বৈষ্ণবকে শূদ্র বলিয়া জ্ঞান করে, অবৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞান করে এবং শূদ্রতাকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া ভ্রান্ত হয়, তাহাদিগের নিত্যমঙ্গল-সাধনের নিমিত্ত প্রভুর ভক্তবিপ্র-পাদোদক-পান-লীলা সুমতি উদয় করাইবে। অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণগণই ভগবান্ শ্রীঅচ্যুতের সেবা করিতে সমর্থ, তমোগুণাবৃত পাপিষ্ঠ শূদ্র তমোগুণের প্রাবল্যনিবন্ধন সর্বদাই ব্রহ্মসূত্রহীন, সুতরাং ঈশসেবা-বিমুখ। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ অনাত্মদেহে আত্মবুদ্ধিযুক্ত মনোধর্মী নহেন। তিনি সঙ্কীর্ণ, খণ্ডিত, ভোগ্য জড়দ্রব্যে বিমূঢ়মতি হন না। তাঁহার কেবল-চেতন-বিকার প্রবল বলিয়া অচিন্মাত্রবাদের পরিবর্তে তাঁহার সম্বন্ধজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয়ানুশীলনই কর্তব্য। 'ব্রাহ্মণ'-শব্দে 'কৃপণ' উদ্দিষ্ট হয় নাই। ধর্মশাস্ত্রকার অত্রি বলেন,—"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্বিতঃ। স চৈব তেন পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ।।" সুতরাং এইরূপ পশুবিপ্রের পাদোদক পান করিলে সাধারণ-বিচার-বিমূঢ় অজ্ঞ জীব সঙ্গে সঙ্গে পশুত্ব লাভ করে।।২০।।

"বর্ণাশ্রম-ধর্মের অবমাননা বা ব্যভিচার সাধন করিয়া কখনই পরমার্থের অনুশীলন হইতে পারে না। সাধারণ প্রাকৃত কর্মজড়গণ বর্ণাশ্রমের উন্নতভাব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। তাহাদিগের সন্তোষ-বিধানার্থও তত্তৎ-অধিকার বিচার-পূর্বক আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত ব্রাহ্মণকে সর্বতোভাবে সম্মান-প্রদান অবশ্য কর্তব্য। তাৎকালিক প্রচলিত সামাজিক লৌকিক-বিচার লঙ্ঘন না করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর পিতৃপিণ্ড-প্রদানের ছলনায় কর্মকাণ্ডেরও একেবারে অনাদর করেন নাই। ইহাতে মনে করিতে হইবে না যে, কর্মকাণ্ডবিহিত পন্থাকেই পরমার্থ বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের বিশ্বাস ছিল। পাছে কেহ শাস্ত্র-তাৎপর্য-জ্ঞানহীন বিচারবিমূঢ় হইয়া পরমার্থ-পথে কর্মকাণ্ড-প্রথাকে প্রবেশ করায়, এইজন্যই জগদ্গুরু প্রভুর বিপ্র-পাদোদক পানাভিনয় ও গয়ায় পিতৃপিণ্ড-প্রদানাভিনয় প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কার্য সমাপনপূর্বক তদনন্তর তাঁহার পারমার্থিকী বৈষ্ণবী-দীক্ষা-গ্রহণ-লীলা। শ্রীগৌরসুন্দরের সমগ্র সেশ্বর-নৈতিক আদর্শচরিত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।২০।৯ শ্লোকে) কথিত বিধি-পালনাভিনয় দেখা যায়,—"তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।" অর্থাৎ যে কাল পর্যন্ত জীবের বর্ণাশ্রমধর্মে আস্থা থাকে, সেকাল-পর্যন্ত তিনি মর্যাদা-পথ অবলম্বনপূর্বক দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম আদর এবং পালন করিবেন, পরে শ্রৌতপথে সম্মুখরিত ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া সেই কথায় সুদৃঢ় বিশ্বাস ও নিশ্চয়যুক্ত হইলে আর তাঁহার কর্মস্পৃহা থাকে না।

তখন "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্যা ভক্তিমিচ্ছতা।।"—এই নারদপঞ্চরাত্র-কথিত শুদ্ধ পারমার্থিক নির্গুণ-বিচার দ্বারা তিনি সর্বক্ষণ পরিচালিত হন। জীবের শারীরিক ও মানসিক সুখলাভই প্রয়োজন বলিয়া মনে হইলে নশ্বর জাগতিক চিন্তা-স্রোত জীবকে কখনই পরিত্যাগ করে না, সুতরাং বর্ণাশ্রমধর্মবিহিত সদসৎকর্ম-প্রবৃত্তি

ভগবানের ভক্তবৎসল-সংজ্ঞা, স্বয়ং বিজিত হইয়া ভক্তের জয়-বর্ধন—

অতএব নাম তাঁ'ন 'সেবক-বৎসল'।
আপনে হারিয়া বাড়ায়েন ভৃত্য-বল।।২৬।।

ভগবৎপদে একান্ত শরণাগতি ও নির্ভরতা-হেতু তৎপরিত্যাগে ভক্তের অসামর্থ্য—

সর্বত্র রক্ষক—হেন প্রভুর চরণ।
বল দেখি,—কেমতে ছাড়িবে ভক্তগণ? ২৭।।

কালক্রমে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া বেদ-নিষিদ্ধ পাপকর্মপ্রবৃত্তিতে পরিণত হয়, ভগবৎকথায় শ্রদ্ধান্বিত হইলেই জীবের ভগবৎসেবোন্মুখ-চিত্তে ঐকান্তিকভাবে শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয়ই একমাত্র নিত্য চরম কল্যাণের কারণরূপে প্রতিভাত হয়।

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ।।"—এইরূপ পরমহংস-বৈষ্ণবাধিকারে উন্নত হইলে জীবন্মুক্ত ভাগবতের আর গায়ায় গিয়া পিণ্ড প্রদান বা ব্রাহ্মণ-পাদোদক পান প্রভৃতি অনুষ্ঠান প্রদর্শন করিতে হয় না। অমলপ্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১১।৩২ শ্লোকে) কথিত "আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ।।" এবং গীতায় (১৮।৬৬ শ্লোকে) কথিত "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।" প্রভৃতি মহাবাক্যের তাৎপর্য বিচার ও আলোচনা করিলে জীবের ক্রমশঃ প্রাপঞ্চিক নৈষ্কর্ম ও নির্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধানের প্রতি ঔদাসীন্য উপস্থিত হয়। ভগবান্ সর্বলোক-পালক ও সনাতন-ধর্মবর্মা ধর্মগোপ্তা হইয়াও সর্বপ্রকার লোকের অধিকারনিষ্ঠা বিচার করিয়া তত্তৎ-অধিকারনিষ্ঠ লোকের নিত্য চরম-কল্যাণ-বিধানার্থ ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণাধিকারোচিত লীলাভিনয় প্রদর্শন করিলেন। তাহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ঐ সঙ্কীর্ণ অধিকার বা নিয়মাগ্রহেই জীবের পরমার্থ আবদ্ধ। পারমার্থিক-বিচারে অপবর্গ-বর্ত্মের ক্রমোন্নতি ও ক্রমিক উচ্চস্তর বা সোপান-সমূহ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রশ্নাবলীর উত্তরে মহাভাগবত পরমহংসকুলগুরু শ্রীরামানন্দের দ্বারা সুষ্ঠুরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণলীলায় অর্জুনকে উপদেশ-কীর্তনমুখে যে গীতা শাস্ত্রের প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি অপরা-প্রকৃতির অন্তর্গত বদ্ধজীবের অনুভূতি বিচারপূর্বক কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের উপদেশ-প্রদানান্তে উহাদের আচরণ ও মিশ্রণ সর্বতোভাবে গর্হণপূর্বক জীবাত্মার পরমনির্মল ধর্ম কেবলা শুদ্ধভক্তিরই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। এই সর্বগুহ্যতম উপদেশ শ্রবণ করিয়া সঙ্কীর্ণাধিকারবদ্ধ জনগণ পারমার্থিক ভক্তিচেষ্টার সহিত সঙ্কীর্ণাধিকারগত কু-চেষ্টার তুলনা-মূলে উভয়বিধ ক্রিয়াকে যে সমান বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞানময় কুযোগোচিত হইলেও "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্"—এই গীতোক্ত (৩।২৬ শ্লোকের) বিধি-বাক্য অনুসরণপূর্বক যাঁহাদিগের প্রাপঞ্চিক বিচার প্রবল, অথবা যাঁহারা প্রাপঞ্চিক-বিচারালম্বনে অপ্রাকৃত-বস্তুর বা ব্যাপারের বা কথার বিচার-বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়া তাহাকেও প্রাপঞ্চিক বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহাদের ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ অধিকার বিচার করিয়া তাঁহাদের ভক্তগণের প্রতি ক্ষমা-প্রদর্শনই বিধেয়।।২৩।।

অন্বয়। হে পার্থ, (অর্জুন,) যে মানবাঃ) যথা (যেন প্রকারেণ) মাম্ অদ্বয়জ্ঞানং ভগবন্তং) প্রপদ্যন্তে (স্ব-স্ব-প্রতীতিভিঃ ভজন্তি), তান্ (মানবান্) অহং (অদ্বয়ঃ ভগবান্) তথা এব (তেষাং ময়ি স্ব-স্ব-প্রতীত্যনুসারেণৈব) ভজামি (ফলদানেন অনুগৃহ্ণামি, যতঃ) মনুষ্যাঃ (মানবাঃ) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারৈঃ) মম (অদ্বয়জ্ঞানস্য ভগবতঃ এবং) বর্ত্ম (ভজনমার্গম্) অনুবর্তন্তে (অনুগচ্ছন্তি)।।২৪।।

অনুবাদ। হে পার্থ, যাহারা যে-ভাবে অর্থাৎ সকাম বা নিষ্কামভাবে আমার ভজন করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই (তাহাদের স্ব-স্ব-প্রতীতির অনুরূপ) ভজন করিয়া থাকি।।২৪।।

তথ্য। 'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের উপলক্ষণে পূর্বপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া তাহা নিরাস করিতেছেন। যদি বল,—'তাহা হইলে তোমাতেও কি বৈষম্য বর্তমান? কেন না, একমাত্র তোমারই শরণাগত জনগণকে তুমি নিজভক্তি প্রদান করিয়া থাক, অন্য সকাম কাহাকেও ত' প্রদান কর না?' তদুত্তরে তোমাকে এই শ্লোক বলিতেছি। 'যথা' অর্থাৎ সকাম বা নিষ্কামভাবে যে-প্রকারে যাঁহারা আমার ভজন করেন, আমি সেইভাবেই (তাঁহাদের ভজনানুরূপ ফল-প্রদান-দ্বারাই) তাঁহাদিগকে ভজন করি অর্থাৎ অনুগ্রহ প্রদান করি, পরন্তু যে-সকল সকাম ব্যক্তি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া (ফলভোগ-কামনা-মূলে সকামভাবে ইন্দ্রাদি নানা-

জ্বর-ত্যাগান্তে পুন্‌পুন্‌-তীর্থে আগমন—

হেনমতে করি' প্রভু জ্বরের বিনাশ।
পুন্‌পুন্‌-তীর্থে আসি' হইলা প্রকাশ।।২৮।।

কর্মকাণ্ডীকে বঞ্চনার্থ পিতৃতর্পণলীলাভিনয়ান্তে প্রভুর গয়ায় প্রবেশ—

স্নান করি' পিতৃদেব করিয়া অর্চন।
গয়াতে প্রবিষ্ট হৈলা শ্রীশচীনন্দন।।২৯।।

গয়ায় প্রবেশানন্তর প্রভুর ধাম-নমস্কার-লীলা—

গয়া তীর্থরাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া।
নমস্করিলেন প্রভু শ্রীকর যুড়িয়া।।৩০।।

ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানানন্তর পিতৃগণের তর্পণলীলা-প্রকাশ—

ব্রহ্মকুণ্ডে আসি' প্রভু করিলেন স্নান।
যথোচিত কৈলা পিতৃদেবের সম্মান।।৩১।।

দেবতার ভজন করে, তাহাদিগকেও আমি উপেক্ষা করি না,—ইহাই বিবেচ্য; যেহেতু 'সর্বশঃ' অর্থাৎ সর্বপ্রকারে ইন্দ্রাদি নানা-দেবসেবকগণও আমারই বর্ত্মের অর্থাৎ ভজনপথের গৌণভাবে অনুবর্তন করিয়া থাকে; কেন না, ইন্দ্রাদিরূপেও আমিই সেব্য'। (শ্রীধর-কৃত 'সুবোধিনী')।।২৪।।

কর্মাধিকার বা জ্ঞানাধিকারে শুদ্ধভগবদ্ভক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। যাহারা ভগবানের চরণে প্রপন্ন হইতে পারে না বা ইচ্ছা করে না, তাহাদের অধিকার বিচার করিয়াই ভগবান্ জগতে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড প্রবর্তন করিয়াছেন। বদ্ধজীবগণ ঐ কর্ম ও জ্ঞান অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে। তাহাদের ভগবদ্ভক্তিতে অধিকার লাভ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। তবে কর্মমিশ্রাধিকারী বা জ্ঞানমিশ্রাধিকারীর কর্ম ও জ্ঞান-বাঞ্ছা অর্থাৎ বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা ক্রমশঃ সমূলে বিনষ্ট হইলেই কেবলা-ভক্তির প্রভাবে তাহাদের নিত্য পরম-মঙ্গল-লাভ হইতে পারে। প্রপত্তি ব্যতীত কর্মী বা জ্ঞানী, কাহারও ভগবৎসেবায় অধিকার নাই। ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই ভগবানের নিত্য উপাদেয় কৈঙ্কর্য লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত। তিনি ভগবদিতর কোনও খণ্ড ভোগ্য নশ্বর বস্তুর দাস্য করিবার জন্য কখনও প্রস্তুত নহেন। যিনি যেরূপভাবে ভগবৎসেবায় প্রবৃত্তিবিশিষ্ট, ভগবান্ তাঁহাকে সেইপ্রকার সেবাতেই অনুরূপ যোগ্যতা প্রদান করেন। ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ভগবান্‌কে স্বীয় ভৃত্যপর্যায়ে পরিগণিত করিয়া বদ্ধজীব যে-কোন-প্রকারে তাহার অবৈধ-কামনা পূরণ করিবার অধীন যন্ত্রবিশেষ-জ্ঞানে স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিতে এবং সেইরূপ তথাকথিত পাষণ্ডীর দাস হইয়া তথাকথিত ভগবান্ তাহারই সেবা করিবেন। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, অনাদি-বিমুখ অক্ষজ জ্ঞানী জীবের এই আসুরিক-প্রবৃত্তিমূলক জড়কর্মকাণ্ড-বশ্যতারূপ নির্বুদ্ধিতার প্রশ্রয় দিবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নাস্তিক-জীবকে মোহিত ও বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকেই তাদৃশ জীবের পরিচর্যা করিবার ছলনায় নিযুক্ত করিয়াছেন। মায়াবদ্ধ জীব ভ্রান্তি-বশতঃ নিজের ভোগ্যা মোহিনী ভগবন্মায়াকেই প্রিয়, আত্মীয় আরাধ্য সেব্যবস্তুজ্ঞানে ভগবৎস্বরূপের ভ্রান্তিময়ী উপলব্ধি করিয়া বসে এবং ভগবদ্ভজনের পরিবর্তে কর্মফলভোগ-স্পৃহায় উন্মত্ত হয়। নিত্য-সেব্য, মায়াধীশ, অধোক্ষজ ভগবান্‌কে অহৈতুকী অপ্রতিহতা বা অব্যবহিতা সেবা করিলেই সৌভাগ্যবান্ জীবের ভগবান্ ব্যতীত অন্য খণ্ড জড়বস্তুর সেবায় আর বাঞ্ছা বা প্রবৃত্তি থাকে না। সেইকালে ভগবান্‌ও ঐকান্তিক ভক্তের সেবা-গ্রহণ ব্যপদেশে তিনিও নিজ-ভক্তের সেবা করিয়া থাকেন। যে-কালে ব্রাহ্মণ বাহ্য জড়জগতের নশ্বর হেয় অভিমান পরিত্যাগ করিয়া 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরোরপি সহিষ্ণু' হন এবং নিজেকে জড়াভিমানশূন্য জানিয়া নিত্যপ্রভু বিভু-চৈতন্যচন্দ্রের চিন্ময় চরণোদককেই আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই একমাত্র পানীয় বলিয়া জ্ঞান করেন, তখনই তাদৃশ ভগবদ্-ভজন-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণতার সাফল্য জগতে প্রদর্শনপূর্বক শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্র-পাদোদক-গ্রহণ-লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবদ্বিমুখ মায়ামূঢ় প্রাকৃত-সহজিয়া বা স্মার্ত ভগবন্মায়ায় বিমূঢ় হইয়া শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত শুদ্ধবিপ্রের সহিত শ্রীচৈতন্যবিমুখ হরি-গুরুবৈষ্ণব-বিরোধী রাক্ষস-বিপ্রের সমজ্ঞান করেন অর্থাৎ অক্ষর-অচ্যুত-ভগবদ্-বিষয়ক চিদ্‌জ্ঞানহীন, ব্রহ্মেতর মায়ায় অভিনিবিষ্ট নরক-পথের যাত্রী কৃপণ-সংজ্ঞক বিপ্রব্রুবকে অদ্বয়-জ্ঞান-ভগবদুপাসক ব্রাহ্মণের সহিত সমপর্যায়ে পরিগণিত করেন; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর "শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রম-বৈষ্ণবম্" শ্লোকের সুসিদ্ধান্ত-বিচার প্রদর্শনপূর্বক সদ্‌গুরুরূপে ঐসকল প্রাকৃত-সহজিয়া, স্মার্তজীবের অজ্ঞান-তিমিরান্ধ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া নিত্য-মঙ্গল সাধন করেন। গীতোক্ত "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" শ্লোকের বিকৃতার্থ

গদাধরের পাদপদ্ম-দর্শনার্থ চক্রবেড়ের অভ্যন্তরে প্রভুর আগমন ও দ্রুতবেগে প্রস্থান—

তবে আইলেন চক্রবেড়ের ভিতরে।
পাদপদ্ম দেখিবারে চলিলা সত্বরে।।৩২।।

পাণ্ডাগণ-বেষ্টিত পাদপদ্মের উপর স্তূপীকৃত পুষ্পাদি পূজোপকরণ নির্মাল্যোপচার-রাশি—

বিপ্রগণ বেড়িয়াছে শ্রীচরণস্থান।
শ্রীচরণে মালা,—যেন দেউল-প্রমাণ।।৩৩।।

করিতে গিয়া, ভ্রান্ত প্রমত্ত বিপ্রলিপ্সু খর্বদৃষ্টি আধ্যক্ষিক-জ্ঞানী কপট অশ্রৌতপন্থি-জনগণ যে-প্রকাশ নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করেন, তদ্দ্বারা শ্লোকের যথার্থ তাৎপর্য বিকৃত ও বিপর্যস্ত হয় মাত্র। তাহারা 'প্রপন্ন'-শব্দের প্রকৃত অর্থের জ্ঞানলাভে উদাসীন হইয়া শরণাগতি-রহিত অবৈষ্ণব দাম্ভিক জীবগণকে শরণাগত 'বৈষ্ণব'-পর্যায়ে পরিগণিত করিয়া জগতের তত্ত্ববিচারানভিজ্ঞ কোমলমতি লোকের অহিত অর্থাৎ সর্বনাশ-সাধনে সচেষ্ট। নিষ্কপট প্রপন্ন ভগবদুপাসক-ভক্তসম্প্রদায়েরই ভগবদ্ভজনে অধিকার এবং ভগবান্ও তাঁহাদিগকে মুক্তকুলের সুদুর্লভ নিজ-প্রেমভক্তিযোগ প্রদানপূর্বক সেবা করেন, আর কপট অভক্ত মুমুক্ষুগণকে কখনই তাদৃশী সেবা করেন না। (ভাঃ ৫।৬।১৮—) ''অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।'' তাঁহার বিমুখজীব-মোহিনী মায়াই বদ্ধজীবের মূঢ়তা-বর্ধনের নিমিত্ত সেবিকা-সূত্রে খণ্ড-মায়িক-প্রতীতিতে ভগবত্তাকে কল্পিত করায়, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা মায়া-কর্তৃক বিমুখজীবের গুণ-বন্ধন মাত্র।

পঞ্চবিধ ভক্তিরস ভক্তগণ-কর্তৃক বাস্তবসত্য বিষয়জাতীয় ভজনীয় অধোক্ষজ-বস্তুতে সাধিত হয়। ভগবান্ উক্ত পঞ্চবিধ ভক্তিরসের বিষয়রূপে যে-কোন-প্রকার সেবা অনুকূলভাবে গ্রহণ করিতে পারেন। বৈধ-ভক্তগণের নিকট শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্ধ গৌরব-সখ্যের অর্থাৎ সার্ধ-দ্বিপ্রকার রসের বিষয় নারায়ণ-স্বরূপে সেবা গ্রহণ করেন, আবার অনুরাগ-পথের ভক্তগণের নিকট উক্ত সার্ধ-দ্বিপ্রকার ভক্তিরসের উন্নত বিশ্রম্ভ-সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণস্বরূপে সেবা গ্রহণ করিয়া অনুরাগ-পথের সেবককে উক্ত পঞ্চরসের কোন একটী গ্রহণ করাইয়া স্বীয় ভক্তবাৎসল্য বা ভক্ত-প্রেমাধীনত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন।।২৫।।

বৈধমর্যাদা-পথে যে-প্রকার সেবায় চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহাতে ভজনীয় বিষ্ণুবস্তুর প্রতি মাধুর্যের পরিবর্তে ঐশ্বর্য, অথবা বিশ্রম্ভময় অনুরাগের পরিবর্তে বৈধ-সম্ভ্রমময় ঈশ্বর-ভাবই প্রবল; কিন্তু মাধুর্যপর কৃষ্ণসেবায় ভগবানের ঐশ্বর্য-পরতার মধুরিমা আচ্ছন্ন হয় না, সেখানে সেবক-বাৎসল্য অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় বিশ্রম্ভ-সেবকগণেরই সেবক-সূত্রে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে এইরূপ মনে করিতে হইবে না যে, ভগবানের ঐশ্বর্যের ন্যূনতা-ক্রমে মাধুর্যের দুর্বলতা বা অনাদৃত-বশ্যতা অবস্থান করিতেছে।

ভগবানের ভক্তজিতত্ব—(ভাঃ ১।৯।৩৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শর-শয্যায় শায়িত স্বেচ্ছায় লোকজিহীর্ষু ভক্তরাজ ভীষ্মদেবের স্তুতি—) 'আমি শস্ত্রহীন থাকিয়া সাহায্যমাত্র করিব'—এইরূপ নিজ-প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণকে শস্ত্র ধারণ করাইব'—আমার এইরূপ প্রতিজ্ঞা যাহাতে অধিকভাবে সত্য হয়, তদ্রূপ বিধান করিবার নিমিত্ত যিনি স্বীয় ভক্ত অর্জুনের রথ হইতে সহসা অবতীর্ণ হইয়া রথচক্র ধারণপূর্বক পদভরে পৃথিবীকে বিচলিত করিতে করিতে পথিমধ্যে স্বীয় উত্তরীয় বসন পরিত্যাগ করিয়াই গজনিধনোদ্যত সিংহের ন্যায় আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন, সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার গতি হউন।'

ভগবানের প্রেমবশ্যতা—(ভাঃ ১০।৯।১৮-১৯ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকের উক্তি—) 'স্বীয় বন্ধনকার্যে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ-প্রয়াস-জনিত শ্রম-নিবন্ধন স্বীয় মাতা যশোদার ঘর্মাক্ত কলেবর ও কেশ-কবরীর মাল্য বিত্রস্ত এবং অতিশয় পরিশ্রম দর্শন করিয়া ভক্তবান্ কৃপা-পূর্বক স্বয়ংই বন্ধনপ্রাপ্ত হইলেন।।'২৬।।

ঐকান্তিক ভক্তগণ কখনই ভগবৎসল প্রভু বিষ্ণুর পাদপদ্ম-সেবা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, তিনিও কখনও তাঁহার ঐকান্তিক-ভক্তগণকে পরিত্যাগ করেন না অর্থাৎ ভগবান্ ও ভক্ত পরস্পরের সঙ্গ ক্ষণকালও কেহই পরিত্যাগ করিতে পারেন না, পরন্তু তাঁহাদিগকে সর্বত্র সর্বদা রক্ষা করেন। ভক্তগণও নির্বিশেষ-মায়াবাদীর আক্রমণ হইতে ভগবান্‌কে রক্ষা করেন,—এতদ্দ্বারা ভগবদ্‌বিরোধিগণের নিষ্ঠুর পাপ-হস্ত হইতে মোচনরূপ ভগবদ্ভক্তগণেরও দয়ার কার্যই দেখিতে পাওয়া যায়।

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অলঙ্কার।
কত পড়িয়াছে,—লেখা-জোখা নাহি তার।।৩৪।।

বিপ্রগণ-কর্তৃক গয়া-শিরস্থ গদাধর-বিষ্ণুর পাদপদ্মের স্তুতি-কীর্তন—

চতুর্দিকে দিব্য রূপ ধরি' বিপ্রগণ।
করিতেছে পাদপদ্ম-প্রভাব বর্ণন।।৩৫।।
"কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে-চরণ।
যে-চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন।।৩৬।।
বলি-শিরে আবির্ভাব হৈল যে-চরণ।
সেই এই দেখ, যত ভাগ্যবন্ত জন! ৩৭।।
তিলার্দ্ধেকো যে-চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র।
যম তার না হয়েন অধিকার-পাত্র।।৩৮।।
যোগেশ্বর-সবার দুর্লভ যে-চরণ।
সেই এই দেখ, যত ভাগ্যবন্ত জন।।৩৯।।
যে-চরণে ভাগীরথী হইলা প্রকাশ।
নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস।।৪০।।
অনন্ত-শয্যায় অতি-প্রিয় যে-চরণ।
সেই এই দেখ, যত ভাগ্যবন্ত জন।।"৪১।।

বিপ্রগণ-মুখে গদাধরের পাদপদ্ম-মাহাত্ম্য-শ্রবণে প্রভুর প্রেমাবেশে অশ্রু, কম্প, পুলক—

চরণ-প্রভাব শুনি' বিপ্রগণ-মুখে।
আবিষ্ট হইলা প্রভু প্রেমানন্দ-সুখে।।৪২।।
অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম-নয়নে।
লোমহর্ষ-কম্প হৈল চরণ-দর্শনে।।৪৩।।

আবার ভগবান্‌ও সর্বদাই ভক্তগণের দ্বারা স্বীয় মহিমা প্রচার করিয়া অভক্তগণকে আশু সর্বনাশ হইতে রক্ষা করেন; নিজপ্রিয় শুদ্ধ ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য-বর্ধনের নিমিত্ত নিজের জ্বরলীলা অপসারিত করিয়া জগতে কৃষ্ণসেবা-পর ব্রাহ্মণেরই মহিমা জানাইয়াছেন।।২৭।।

পুনঃপুনা-তীর্থ---পুন্‌পুন্‌নাম্নী-নদী, তাহা---দুইটী স্থানে প্রসিদ্ধা। একটী---ই, আই, আর, মেন-লাইন-স্থিত পাট্‌না-জংসন হইতে পাট্‌না-গয়া-ব্রাঞ্চ-লাইনের মধ্যে পাট্‌নার ঠিক পরবর্তী পুন্‌পুন্‌-ষ্টেশনের নিকট এবং অপরটী---ই, আই, আর, গ্রাণ্ডকর্ড-লাইনে 'পামারগঞ্জ'-ষ্টেশনের নিকটে প্রবাহমানা। পূর্বপ্রদেশ হইতে সমাগত যাত্রিগণ প্রথমোক্ত পুন্‌পুন্‌-ষ্টেশনে এবং পশ্চিমপ্রদেশ হইতে সমাগত যাত্রিগণ পামারগঞ্জ-ষ্টেশনে অবতরণ করেন। মহাপ্রভু প্রথমোক্ত পুন্‌পুন্‌-ষ্টেশনের নিকটবর্তি-স্থানেই স্বীয় দেবদুর্লভ পূতপদাঙ্ক অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মন্দারের ন্যায় এই স্থানেও শ্রীমায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন বা পাদপীঠ-সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন।।২৮।।

শ্রীগৌরসুন্দর কর্মকাণ্ডপর স্মার্তগণকে বঞ্চিত ও মোহিত করিবার জন্য স্নান করিয়া অশুচি ও পিতৃঋণাদি দূরীভূত করিবার জন্য স্নান ও পিতৃতর্পণাদি কর্মকাণ্ডবিধিপালন-লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ধর্মশাস্ত্রাদি লৌকিক-কর্মবিধির বিধানানুসারে অবগাহন-স্নানান্তেই তীর্থে-প্রবেশ বিধেয়---এই বিধিপালন-লীলা প্রদর্শন-পূর্বক প্রভু গয়াতীর্থে প্রবেশ করিলেন। ঐকান্তিকভাবে সর্বেশ্বরেশ্বর অচ্যুতের ভজনেই যে সর্বঋণ-মোচন হয়,---এই পারমার্থিক-বিশ্বাস-রহিত হইয়া গৃহব্রতগণ প্রেতযোনি-প্রাপ্ত বলিয়া পিতৃপুরুষগণকে কল্পনা করিয়া তদুদ্দেশে পিণ্ড-প্রদান-দ্বারা পুনরায় তাহাদিগকে প্রপঞ্চে স্থূলশরীর-প্রাপ্তির সাহায্য করে।

গয়া-তীর্থের বৃত্তান্ত ও মাহাত্ম্য---গরুড়পুঃ ৮২-৮৬ অঃ, বায়ুপুঃ (শ্বেঃ বঃ কঃ) ১-৮ অঃ, অগ্নিপুঃ ১১৪-১১৬ অঃ দ্রষ্টব্য।।২৯।।

প্রভু গয়াতীর্থরাজকে নমস্কার-লীলা-দ্বারা তাঁহার ভক্ত-বাৎসল্যের প্রকারভেদ প্রদর্শন করিলেন।।৩০।।

পুন্‌পুন্‌-তীর্থে প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রভুর গয়াধামে যাবতীয় কৃত্যের এই তাৎপর্য লক্ষ্য করিতে হইবে যে, তাঁহার এই সকল লীলার সমস্তই লোক-সংগ্রহের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎসঙ্গে পারমার্থিক বিচারও একেবারে অসংশ্লিষ্ট ছিল না।।৩১।।

চক্রবেড়,---গয়াতীর্থে; এই স্থানেই বিষ্ণুপাদপদ্ম অবস্থিত।।৩২।।

দেউল,---(সংস্কৃত 'দেবকুল'-শব্দজা), দেবালয়, মন্দির, দেলু।।৩৩।।

লেখা-জোখা,---লেখা+জোখা; লেখা---সংস্কৃত লিখ্‌-ধাতু লিখনে)+অ (ভাবে+আপ্‌ (স্ত্রী); জোখা,---হিন্দী জোখ্‌না-ধাতু (তৌল বা ওজন করা) হইতে প্রচলিত। অতএব লেখা-জোখা---সংখ্যা ও পরিমাণ, ওজন ও বিবরণ, লিখন ও গণন, হিসাব বা নিদর্শন-পত্র।।৩৪।।

সমগ্র জগতের সর্বোত্তম সৌভাগ্য-ফলেই প্রভু-কর্তৃক আশ্রয়বিগ্রহের ভাব-প্রকাশ-লীলারম্ভ—

সর্বজগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র।
প্রেমভক্তি-প্রকাশের করিলা আরম্ভ।।৪৪।।

প্রভু-নেত্রে মহাবেগবতী গঙ্গোত্রীধারার ন্যায় অশ্রু-নির্গম—

অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে।
পরম-অদ্ভুত সব দেখে বিপ্রগণে।।৪৫।।

প্রভুর ইচ্ছায় ঈশ্বরপুরীর তথায় শুভাগমন—

দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষণে।
আইলেন ঈশ্বর-ইচ্ছায় সেইস্থানে।।৪৬।।

ঈশ্বরপুরী-দর্শনে প্রভুর নমস্কার ও মর্যাদা-প্রদর্শন-লীলা—

ঈশ্বরপুরীরে দেখি' শ্রীগৌরসুন্দর।
নমস্করিলেন অতি করিয়া আদর।।৪৭।।

পুরীপাদেরও গৌর-দর্শনে প্রেমালিঙ্গন-দান—

ঈশ্বরপুরীও গৌরচন্দ্রেরে দেখিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন মহা-হর্ষ হৈয়া।।৪৮।।

উভয়েই উভয়ের প্রেমাশ্রুবারিতে স্নাত—

দোঁহাকার বিগ্রহ দোঁহাকার প্রেম-জলে।
সিঞ্চিত হইলা প্রেমানন্দ-কুতূহলে।।৪৯।।

কাশীনাথ,—বিশ্বেশ্বর শিব।।৩৬।।

যোগেশ্বর,—যোগফল কৈবল্য-প্রাপ্ত হঠ-রাজ-যোগসিদ্ধি-বিভূত্যাদি-সম্পন্ন ব্যক্তি।

যাঁহারা যোগশাস্ত্রে পারঙ্গত হইয়া ধর্মমেঘের সঞ্চারে কৈবল্য লাভ করেন, সেই ঈশ্বর-সাযুজ্যবাদী যোগীর কোনদিনই ভগবচ্চরণ-দর্শনে যোগ্যতা-লাভ হয় না। কেন না, কৈবল্যবাদীর বিচারে সেব্য, সেবক ও সেবন—এই অবস্থাত্রয় কেবলীভূত অর্থাৎ একীভূত থাকায় তথায় চিদ্বিলাস-বিচারের অবকাশ নাই। সুতরাং যোগিগণ সর্বতোভাবে ভাগ্যহীন, তাঁহারা পরম-পুরুষার্থ ভগবৎপ্রেম-বঞ্চিত বলিয়া ভাগ্যবন্ত ভক্তগণ তাঁহাদিগের চরম-কাম্যফল বা অবস্থার আদর না করিয়া গর্হণ করিয়া থাকেন।।৩৯।।

চরণ-প্রভাব,—নির্বিশেষবাদিগণ ভগবৎস্বরূপের নিরাকারত্ব কল্পনা করিয়া ভগবানের আত্মারামাকর্ষক নিত্যরূপের পরম-চমৎকারিতা বুঝিতে পারেন না। নির্বিশেষবাদীর বিচার-প্রণালী প্রাপঞ্চিক জড় বিচার হইতে উৎপন্ন। গয়াতীর্থে ভগবানের যে শ্রীচরণ নির্বিশেষ-বাদকে বিদলিত করিয়া গয়াসুরের শীর্ষোপরি স্থাপিত আছে, উহাই চিদ্বিলাস ভগবচ্চরণ। বৌদ্ধগণের নিরাকারবাদ বা পঞ্চোপাসকগণের নির্বিশেষবাদ শ্রীগদাধরের পাদপদ্মের নিম্নে প্রোথিত আছে। পঞ্চোপাসকগণ অন্তিমে নির্বিশিষ্ট অভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হন বলিয়া তাঁহারা—প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ। বেদ-বিরুদ্ধ কর্মকাণ্ডিগণের বিচার—অজ্ঞরূঢ়িবৃত্ত্যাশ্রিত কর্মকাণ্ডপর, বৌদ্ধবিচার—বেদ-বিরুদ্ধ অচিন্মাত্রপর এবং নির্বিশেষ-ব্রহ্মবিচার—প্রকাশ্য বৌদ্ধমত না হইলেও শ্রৌতব্রুব চিন্মাত্রপর এবং প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত। প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ নির্বিশেষবাদী ও তদনুগ পঞ্চোপাসকগণ গদাধরের নিত্যরূপ ও নিত্যপাদপদ্মকে নিজ নিজ আধ্যক্ষিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মায়িক সগুণবস্তু মনে করিয়া তদ্দর্শন-সৌভাগ্য লাভে চিরতরে বঞ্চিত। চিদ্বিলাসবাদী সবিশেষ-ভক্তসম্প্রদায় এই শ্রৌতব্রুব প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ মতের কখনই আদর করেন না। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম শ্রীশিব-ব্রহ্মা-শুকাদি আত্মারামগণেরও আকর্ষক, নিত্যবাস্তবসত্য বা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; সুতরাং নির্বিশেষবাদীর লোক-প্রতারণা-কল্পে যে পঞ্চোপাসনাবিচার, উহা নির্বোধগণকে প্রতারণ-মূলে বিপ্রলিপ্সা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুচতুর ভক্ত-সম্প্রদায় এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত আদৌ স্বীকার করেন না।।৪২।।

শ্রীগৌরসুন্দর জগতের নিত্য পরম মঙ্গল বিধান করিবার নিমিত্ত প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এতাবৎকাল তিনি জগতের প্রতি প্রেম ভক্তিপ্রদানের কোন লক্ষণই প্রকাশ করেন নাই। অতঃপর গয়া-তীর্থে শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-দর্শনাবধি তাঁহার জগজ্জীবের প্রতি প্রেমভক্তি-প্রদান-লীলা প্রকাশ আরম্ভ হইল। নির্বিশেষ মায়াবাদ-কবল-মুক্ত সুকৃতিসম্পন্ন জীবগণকে ভগবচ্চরণ সেবনে মহা-সুযোগ প্রদানোদ্দেশ্যে এই ভগবচ্চরণ প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছেন জানিয়া প্রভু অষ্টসাত্ত্বিক-ভাব-বিকারে ব্যাকুল হইলেন। প্রপঞ্চে কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ কৃষ্ণসেবা-বঞ্চিত হইয়া বিষয়ের ভোক্তা বা প্রভু হইবার দুর্বাসনা পোষণ করেন। ভগবৎপাদপদ্ম জগতের বদ্ধ জীবগণের বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা ধ্বংস করিয়া শুদ্ধজীবহৃদয়ে আবির্ভূত হইলেই তাহার সুপ্ত ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি উদিত

স্বয়ং প্রভু-কর্তৃক স্বীয় সেবকবর ঈশ্বরপুরীর স্তবোপলক্ষে ভক্ত, সাধু বা বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য-কীর্তন—

প্রভু বলে,—"গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার।।৫০।।

যাহার উদ্দেশে তীর্থে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, কেবলমাত্র তাহারই উদ্ধার-লাভ—

তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহ,—যারে পিণ্ড দেয়, তরে' সেই জন।।৫১।।

কিন্তু ভক্ত-সাধু-বৈষ্ণবগণ সর্বতীর্থাধিক বলিয়া তাদৃশ ভগবৎসেবা-বিগ্রহ-দর্শন-মাত্রেই দর্শক-জীবের পূর্বপুরুষগণের উদ্ধার-লাভ—

তোমা' দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ববন্ধ পায় বিমোচন।।৫২।।

তাদৃশ ভক্ত-সাধু-বৈষ্ণবই তীর্থসমূহেরও তীর্থস্বরূপ—

অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল প্রধান।।৫৩।।

হয়। এই মহা-সত্য প্রচার ও প্রদর্শন করিবার জন্য ভগবান্ ভক্তবেষ ধারণপূর্বক নিজ-সেবোন্মুখ-ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত শ্রীচরণ দর্শন করিলেন। স্থূল ও সূক্ষ্ম—এই দ্বিবিধ নিগড়াবদ্ধ জীব ভূতাকাশে বিচরণ করিবার কালে ভগবৎসেবায় বিমুখ থাকেন। যখন হরি-গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদবলে তাহাদের সেবনবৃত্তি উন্মেষিত হয়, তখনই সেব্যবস্তু ভগবান্ বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম তদীয় সেবকের উন্মেষিত চেতন-বৃত্তির বিষয়রূপে আবির্ভূত হন। সেবোন্মুখী চিত্ত বৃত্তি ব্যতীত ভগবদ্রূপের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হয় না। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি ব্যতীত শ্রদ্ধার উদয় হয় না। ভক্ত-প্রসাদজ সুকৃতি বলে জীবের হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ উপস্থিত হয়। কখনও কখনও কৃষ্ণপ্রসাদজ সুকৃতি-ফলে জীব জড়েন্দ্রিয়-ভোগ্য জড়বস্তুর বন্ধন বা বঞ্চনা হইতে উন্মুক্ত হইয়া সেব্যবস্তু কৃষ্ণের সন্ধান লাভ করেন,—ইহাই অপ্রাকৃত-দর্শন। আত্মসমর্পণান্তর কৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্তন-মুখেই জীবের চেতন-বৃত্তি—কৃষ্ণসেবায় নিরন্তর নিযুক্ত হয়, ইহাই ভক্তপ্রসাদজ সুকৃতি ফল। শ্রীগৌরসুন্দর নিখিল আশ্রিতবর্গের একমাত্র আরাধ্য বিষয় হইয়াও স্বয়ং বিষয়ের আশ্রিতাভিমানে ভজনীয়-বস্তু কৃষ্ণের চিন্ময় প্রেমান্বেষণোদ্দেশে কীর্তন-মুখে প্রচার আরম্ভ করিলেন। ভগবচ্চরণ-দর্শন-জন্য প্রভুর অষ্ট-সাত্ত্বিকবিকারসমূহ জগতে তাঁহার প্রেমভক্তি-প্রচারারম্ভ সূচনা করিল।।৪৪।।

যে কালে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজ-পাদপদ্ম দর্শন করিয়া প্রেমে পুলকিত হইতেছিলেন, তৎকালে মহান্তগুরুরূপে ভগবল্লীলার সহায়তা সাধন দ্বারা নিজপ্রভুর সেবা করিবার জন্য শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ ভগবদিচ্ছায় দৈবাৎ তথায় শুভাগমন করিলেন। যাবতীয় আচার্যগণের পরমেশ্বর গৌরসুন্দর শ্রৌতপথে আম্নায়-পারম্পর্যে শ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞ-মধ্বাচার্য আনন্দ-তীর্থের পর্যায়ে আপনাকে অধস্তন জানাইবার জন্য ঈশ্বরপুরীপাদকে তথায় আনয়ন করিলেন।।৪৬।।

ঈশ্বরপুরীপাদ প্রেমামরকল্পতরুর আদি-অঙ্কুর মাধবেন্দ্রপুরীপাদের একান্ত স্নিগ্ধ অনুগত শিষ্যসূত্রে প্রেমভক্তি-পরায়ণ। গৌরসুন্দরের ভক্ত-স্বভাব-প্রদর্শনে ভক্তের নিত্যসিদ্ধ ভাব পূর্বে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত ও প্রকাশিত হইয়াছিল; এক্ষণে লোক-মঙ্গলের নিমিত্ত মহান্তগুরুরূপে ভক্তরাজ ও ভগবান্ উভয়ের পরস্পর সাক্ষাৎকার-লাভে উভয়ের প্রেমভক্তি-বিকার-কুসুমরাশি কৃষ্ণবিমুখ জীবের ত্রিগুণদোষ-দুষ্ট মলিন চিত্তের কলুষরাশি বিদূরিত করিল। প্রেমানন্দ-চমৎকারিতায় পূর্ণ হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর গয়াতীর্থ অপেক্ষা অনন্তগুণে অধিকরূপে দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন।।৪৯।।

জীব কর্ম-জ্ঞান-কাণ্ডাশ্রয়ে চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবলে বহুসৌভাগ্যক্রমে ভগবদ্-ভক্তি-বীজ-লাভের আকর শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন লাভ করে। শ্রীগুরুদেবের দর্শনে প্রাপঞ্চিক অক্ষজ আধ্যক্ষিক তর্কমূলক অশ্রৌত-বিচার স্তব্ধ হয় এবং শুদ্ধভক্তির অত্যুজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ-মহিমা জীব-হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। উহাই তীর্থ-যাত্রার ফল। মহাজন-শিরোমণি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বকৃত 'কল্যাণকল্পতরু'-নাম্নী গীতি-পুস্তিকায় লিখিয়াছেন,—

"মন! তুমি তীর্থে সদা রত। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, দ্বারাবতী আদি আছে যত।। তুমি চাহ ভ্রমিবারে, এসকল বারে-বারে, মুক্তি লাভ করিবার তরে। সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে।। তীর্থফল—-সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর। যথা সাধু তথা তীর্থ, স্থির করি', নিজ-চিত্ত, সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর।। যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূর-দেশ। যথায় বৈষ্ণবগণ, সেইস্থান বৃন্দাবন, সেইস্থানে আনন্দ

প্রেমারুরুক্ষু-লোকগণের শিক্ষার্থ স্বয়ং শিষ্যাভিমানে নিজজন ভক্তবর পুরীপাদের নিকট প্রভুর বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষা-প্রার্থনা-লীলাভিনয়—

সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে।।৫৪।।

কৃষ্ণপাদপদ্মমধু পান করাইয়া শিষ্যের অবিদ্যান্ধীভূত চক্ষুরুন্মীলন-কার্যই বিষ্ণুদীক্ষা—

''কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি'—এই চাহি দান।।''৫৫।।

প্রভুকে ঈশ্বর-জ্ঞানে পুরীপাদের স্তুতি—

বলেন ঈশ্বরপুরী,—''শুনহ, পণ্ডিত!
তুমি যে ঈশ্বর-অংশ,—জানিনু নিশ্চিত।।৫৬।।

বিদ্যাবধূজীবন প্রভুর পাণ্ডিত্যৈশ্বর্য-চরিতৈশ্বর্য্য লোকাতীত—

যে তোমার পাণ্ডিত্য, যে চরিত্র তোমার।
সেহ কি ঈশ্বর-অংশ বই হয় আর?৫৭।।

পুরীপাদের পূর্ব রজনীতে স্বপ্নে প্রভু-দর্শনান্তে পরদিন প্রভুর প্রত্যক্ষ দর্শনে স্বপ্ন ফল-লাভ-কথন—

যেন আজি আমি শুভ স্বপ্ন দেখিলাঙ।
সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাঙ।।৫৮।।

প্রভুর দর্শনে পুরীপাদের অপ্রাকৃত-প্রেমানন্দ-বৃদ্ধি—

সত্য কহি, পণ্ডিত! তোমার দরশনে।
পরানন্দ-সুখ যেন পাই অনুক্ষণে।।৫৯।।

পূর্বে নবদ্বীপে প্রভু-দর্শনাবধি ইতর-বিষয়ে সর্বদা বিতৃষ্ণা—

যদবধি তোমা' দেখিয়াছি নদীয়ায়।
তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভায়।।৬০।।

পুরীপাদের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-নেত্রে গৌরদর্শনে কৃষ্ণদর্শনানন্দ—

সত্য এই কহি,—ইথে অন্য কিছু নাই।
কৃষ্ণদরশন-সুখ তোমা' দেখি পাই।।''৬১।।

অশেষ।। কৃষ্ণভক্তি যেইস্থানে, মুক্তিদাসী সেইখানে, সলিল তথায় মন্দাকিনী। গিরি তথা গোবর্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন, আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী।। বিনোদ কহিছে, ভাই! ভ্রমিয়া কি ফল পাই, বৈষ্ণব-সেবন মোর ব্রত।।''৫০।।

গয়াতীর্থে যে-যে পিতৃপুরুষের পিণ্ড প্রদত্ত হয়, কেবলমাত্র সেই সেই পিতৃপুরুষই পিণ্ডপ্রাপ্তি-ফলে উদ্ধার লাভ করেন, কিন্তু যে-সকল উর্ধ্বতন পূর্ব-পূর্ব-পিতৃপুরুষের নামাদি পর্যন্ত অজ্ঞাত, তাদৃশ কোটি-কোটি-সংখ্যক পিতৃপুরুষগণ তোমার ন্যায় কৃষ্ণের নিত্যসদ্ধি-পরিকর-দর্শকের দর্শন-জন্য সুকৃতিপুঞ্জসঞ্চয়-ফলে ভব-সংসার হইতে মুক্ত হন। তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত স্বতন্ত্রভাবে পিণ্ড-প্রদানের আবশ্যকতা থাকে না। যে মহাসুকৃতিশালী জীব ভগবানের নিজ-জনের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার নিকট অনুগ্রহ লাভ করেন, তাঁহার কোটি কোটি পূর্বপুরুষ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-মালার বন্ধন হইতে নির্মুক্ত অর্থাৎ ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করেন।।৫১-৫২।।

গয়াতীর্থে যাহার পিণ্ড প্রদত্ত হয়, কেবলমাত্র তাহারই নিস্তার-লাভ ঘটে, কিন্তু বৈষ্ণব-দর্শনফলে দ্রষ্টার পূর্ববর্তী কোটি পিতৃপুরুষ পর্যন্ত মুক্ত হয়; সুতরাং তীর্থ অপেক্ষা বৈষ্ণবের প্রাধান্য অত্যন্ত অধিক। তুমি নিখিল-তীর্থরাজীরও পাবিত্র্যবিধানকারী ও অধিকতর কল্যাণকারী বৈষ্ণব-গুরু। (ভাঃ ১।১৩।১০ শ্লোকে ভক্তরাজ বিদুরের প্রতি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের উক্তি—) ''আপনার ন্যায় ভাগবতগণ স্বয়ংই তীর্থস্বরূপ; আপনারা গদাধরকে হৃদয়ে সতত ধারণ করেন বলিয়া পাপ-মলিন তীর্থ-সমূহকেও তীর্থীভূত অর্থাৎ পবিত্রীভূত করিতে সমর্থ।।''৫৩।।

গুরুপাদাশ্রয়ই ভগবদ্ভক্তি-সাধনের আদি-দ্বার। এইজন্যই নিখিল আশ্রিত সেবককুলের গুরুদেব স্বরূপ অভিধেয়াচার্য শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুপাদ স্ব-কৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে প্রতিপাদ্য ভক্ত্যঙ্গলক্ষণসমূহের বর্ণন-প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—সর্বপ্রথমে ''গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণ-দীক্ষাদি-শিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্তনম্।।'' নিজের নিত্য চরম-কল্যাণকামী জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে সর্বাগ্রে ভগবৎপ্রকাশ সদ্গুরুর শরণাগত হইবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ-ব্যতীত কোনপ্রকারে কাহারও অনর্থ-সাগর হইতে উদ্ধার-লাভ ঘটে না। শ্রৌত-পথ অবলম্বন করিয়া শ্রৌতবিধিমতে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত জীবের তর্কপন্থায় কোন শুভ গতি নাই। গুরুপাদপদ্ম-বিস্মৃত হইয়া শ্রৌতপথবিমুখ

দৈন্য-বিনয়ের আদর্শ মূর্তবিগ্রহ প্রভুর পুরীবাক্য-শ্রবণে স্বসৌভাগ্য-ফল-জ্ঞাপন—

শুনি' প্রিয় ঈশ্বরপুরীর সত্য বাক্য।
হাসিয়া বলেন প্রভু–'মোর বড় ভাগ্য।।'৬২।।

গৌরগুণ-লীলার ব্যাসরূপী লেখকের ভবিষ্যতে প্রভু-পুরী-সংবাদ-বর্ণন-সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ভবিষ্যদ্বাণী—

এইমত কত আর কৌতুক-সম্ভাষ।
যত হৈল, তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস।।৬৩।।

নাস্তিকগণ যে তর্কহত-হৃদয়ে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাতে গুরুদ্রোহ, ভগবদ্দ্রোহ ব্যতীত গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের কোন চেষ্টা নাই। যাহারা সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে দৃঢ় সঙ্কল্প, তাহাদের অশ্রৌত তর্কপথই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। তাহারা শ্রৌত-পথের বা সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে অসমর্থ। তর্কপন্থী ভগবৎসেবা-বিমুখ ব্যক্তি দম্ভবশে অশ্রৌত শৌক্রবিচারাচ্ছন্ন গৃহব্রত গুরুব্রুবকে 'গুরু' বলিয়া গ্রহণ-পূর্বক কোটিকল্পকাল অন্ধবিশ্বাস-দ্বারা চালিত হইলেও তদ্দ্বারা তাহার কোনদিনই কোন নিত্যমঙ্গল-লাভ ঘটিতে পারে না। এই মহা-সত্যের প্রচার ও প্রদর্শন দ্বারা লোকশিক্ষার নিমিত্ত জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর আপনাকে প্রপন্নজ্ঞানে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিক্ষেপ ও কার্পণ্যরূপ শরণাগতি শিক্ষা দিয়াছেন। যথার্থ কৃষ্ণৈকশরণ কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাযুক্ত গুরুদেবের লঘুতা ও অভাব পরিপূরণ করিবার জন্য যাঁহারা আধ্যক্ষিক তর্কপথ অবলম্বন করে, তাহাদের ভব-নরক-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার কোনদিন সম্ভাবনা নাই।।৫৪।।

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে"—এই নিত্য-কল্যাণকর বিচার যাঁহাদের হৃদয়ে প্রবল, তাঁহাদিগেরই আত্মসমর্পণ বা গুরুপাদপদ্ম গ্রহণ সম্ভবপর। শ্রীভগবৎপাদপদ্মকেই একমাত্র সেবনীয় বিচার করিয়া স্বয়ং ভগবান্ প্রভু প্রেমারুরুক্ষু সাধকগণের আদর্শবিধি শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে মাধবেন্দ্রপুরীপাদের পরম-কৃপাপাত্র ঈশ্বরপুরীপাদকে গুরুদেবরূপে বরণ করিবার লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। যে কৃষ্ণপাদপদ্মসুধারস-পানের নিমিত্ত শিষ্যত্বাভিনয়কারী প্রভুর গুরুপদে ভিক্ষা-প্রার্থনা এবং গুরু-লীলাভিনয়কারী দাতা ঈশ্বরপুরীপাদের সেই ভিক্ষা-প্রদান—এতদুভয়ের মধ্যে কোনপ্রকার বৈষম্যভেদ লক্ষিত হয় নাই। "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি"—এই শ্লোকে প্রভু শ্রীগদাধরের চরণতলে যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর নিষ্কপট পরিপূর্ণ করুণা-প্রসাদবলে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া সর্বক্ষণ হৃদ্গতভাবরূপে নিহিত ছিল।।৫৫।।

ঈশ্বরপুরীপাদ—ভগবৎপার্ষদ এবং প্রাপঞ্চিক-বিচারে মহাভাগবত গুরুদাস; তিনি সর্বক্ষণ নাম-ভজনে ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং অমানী-মানদধর্ম তাঁহাতে অত্যুজ্জ্বলরূপে প্রদীপ্ত ছিল বলিয়া তিনি স্বীয় শিষ্যলীলাভিনয়কারী গৌরসুন্দরকে বলিতেছেন,—তুমি সর্বজীবের বন্ধ-মোক্ষবিৎ পণ্ডিত, তুমি ঈশ্বর-অংশ অর্থাৎ তুমি স্বয়ং সাক্ষাৎ পরমেশ্বর এবং যাবতীয় ঈশ্বরবর্গ তোমারই অংশ—ইহা আমি নিশ্চিত জানিয়াছি। তত্ত্ববিচারে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ঈশ্বরের অণু-অংশই 'জীব', কিন্তু এক্ষেত্রে গৌরসুন্দর শিষ্যের লীলাভিনয় করিয়াছেন বলিয়া জীবস্বরূপকে ঈশ্বর-বিষ্ণুর অংশ অর্থাৎ বিভিন্নাংশরূপে অপর ভাষায় "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।।"—এই বিচার-সিদ্ধান্ত শ্রৌতপথে শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে শ্রবণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিলেন। ঈশ্বরাংশে কোন মায়ার পরিচয় থাকে না অর্থাৎ জীবাত্মা ঈশ্বরসেবা ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তিতে অবস্থান করেন না। আত্মবিস্মৃত ঈশ্বর-সেবা-বিমুখ জীবই সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উহাতে দেহ ও মনের বিক্রম ও আচরণই লক্ষিত হয়। ঈশ্বর—পরমাত্মা, জীব—অণু আত্মা, সুতরাং তাঁহার অণু-অংশ। ঈশ্বর—বিভু, পূর্ণচেতনময়-বিগ্রহ, আর জীবাত্মস্বরূপ অণু-চিৎকণ, মুক্ত।।৫৬।।

জড়মায়া-বদ্ধাংশে মায়াভিনিবেশ-জন্য বশ্যধর্ম অবস্থিত, কিন্তু ঈশ্বরাংশে মায়াভিনিবেশ নাই। জড়বদ্ধজীবগণের চরিত্র ও মুক্তপুরুষগণের চরিত্র 'এক' নহে; সুতরাং ঈশ্বরাংশ ব্যতীত তোমাকে অন্য কিছু বলিয়া বোধ হইতেছে না। তোমার পাণ্ডিত্য ও চরিত্র হইতে ইহাই জানা যায় যে, তুমি ঈশ্বরাংশ ব্যতীত অন্য কিছু নহ।।৫৭।।

'যে-কালে তোমাকে নবদ্বীপে দেখিয়াছি, তৎকালাবধি অন্য কোন বিষয়ই আমার চিত্তকে অধিকার করে নাই—ইহা একমাত্র সত্যকথা, ইহার মধ্যে অন্য কোন বিচার নাই। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচনে তোমাকে দেখিলেই আমার কৃষ্ণদর্শনজন্য অনির্বচনীয় সুখের উদয় হয়।।'৬১।।

পুরীপাদের আজ্ঞা-গ্রহণান্তে প্রভু-কর্তৃক নানা-স্থানে তীর্থ-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান-লীলাভিনয়-প্রদর্শন—

তবে প্রভু তান স্থানে অনুমতি লৈয়া।
তীর্থ-শ্রাদ্ধ করিবারে বসিলা আসিয়া।।৬৪।।
ফল্গু-তীর্থে করি' বালুকার পিণ্ড দান।
তবে গেলা গিরিশৃঙ্গে প্রেতগয়া-স্থান।।৬৫।।
প্রেতগয়া-শ্রাদ্ধ করি' শ্রীশচীনন্দন।
দক্ষিণায়ে বাক্যে তুষিলেন বিপ্রগণ।।৬৬।।
তবে উদ্ধারিয়া পিতৃগণ সন্তর্পিয়া।
দক্ষিণমানসে চলিলেন হর্ষ হৈয়া।।৬৭।।
তবে চলিলেন প্রভু শ্রীরামগয়ায়।
রাম-অবতারে শ্রাদ্ধ করিলা যথায়।।৬৮।।
এহো অবতারে সেইস্থানে শ্রাদ্ধ করি'।
তবে যুধিষ্ঠিরগয়া গেলা গৌরহরি।।৬৯।।
পূর্বে যুধিষ্ঠির পিণ্ড দিলেন তথায়।
সেই প্রীত্যে তথা শ্রাদ্ধ কৈলা গৌররায়।।৭০।।
চতুর্দিকে প্রভুরে বেড়িয়া বিপ্রগণ।
শ্রাদ্ধ করায়েন সবে পড়ান বচন।।৭১।।
শ্রাদ্ধ করি' প্রভু পিণ্ড ফেলে যেই জলে।
গয়ালি-ব্রাহ্মণ সব ধরি' ধরি' গিলে।।৭২।।
দেখিয়া হাসেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
সে-সব বিপ্রের যত খণ্ডিল বন্ধন।।৭৩।।
উত্তরমানসে প্রভু পিণ্ড দান করি'।
ভীম-গয়া করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।৭৪।।
শিবগয়া-ব্রহ্মগয়া আদি যত আছে।
সব করি' যোড়শগয়ায় গেলা পাছে।।৭৫।।
যোড়শগয়ায় প্রভু যোড়শী করিয়া।
সবারে দিলেন পিণ্ড শ্রদ্ধা-যুক্ত হৈয়া।।৭৬।।

স্বীয় পদস্পর্শ দ্বারা ব্রহ্মকুণ্ডকে তীর্থীকরণান্তে গয়া-শিরে গদাধর-পাদপদ্মে পিণ্ডদান-লীলাভিনয়-প্রদর্শন—

তবে মহাপ্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে করি' স্নান।
গয়া-শিরে আসি' করিলেন পিণ্ড দান।।৭৭।।

মাল্যচন্দন-দ্বারা প্রভুর স্বহস্তে বিষ্ণুপদচিহ্ন-পূজন—

দিব্য মালা-চন্দন শ্রীহস্তে প্রভু লৈয়া।
বিষ্ণুপদচিহ্ন পূজিলেন হর্ষ হৈয়া।।৭৮।।

তীর্থে আগমন করিলে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করিতে হয়---ইহাই কর্মবিধি। গৌরহরি ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট অনুমতি-গ্রহণ-লীলা দেখাইয়া কর্মিগণের বিধি-অনুসারে গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু পরমার্থ ভক্তিমার্গ ও স্মার্তপর কর্মমার্গ সমজাতীয় নহে। কর্মকাণ্ডের ক্রিয়া-সমূহ পরিহার করিয়াই পরমার্থে প্রবেশ করিতে হয়। ভগবৎকথা শ্রবণের পূর্বে প্রাকৃত-সংসার-ভ্রান্ত জীবগণের স্ব-স্বরূপ ও পরস্বরূপের জ্ঞানরূপ দিব্যজ্ঞান না থাকায় তাহারা বাহ্য-বিচার অবলম্বন করিয়াই দেবপিতৃশ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।।৬৪।।

গয়া-ক্ষেত্রে বালুকার নিম্নভাগে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদী প্রবাহিতা। তথায় বালুকা-দ্বারা পিণ্ড দিবার বিধি আছে। গৌরহরি কর্মকাণ্ডিগণকে মোহিত ও বঞ্চিত করিবার জন্য বালুকার পিণ্ডদ্বারা শ্রাদ্ধাদি কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান-লীলার অভিনয় করিলেন। তদনন্তর তিনি পর্বতের উপরে প্রেত-গয়ায় গমন করিলেন। এই প্রেত-গয়ায় ১৬৯৬ শকাব্দায় অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ১১৮২ সালে ৩৯৫টি সোপান নির্মিত হইয়াছে। কলিকাতা-হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশোৎপন্ন তৎকালে স্বনামপ্রসিদ্ধ 'ব্ল্যাক-মার্চেণ্ট' নামে সর্বজন-পরিচিত পরলোকগত ধন-কুবের মদনমোহন দত্ত মহাশয় গয়ায় প্রেতশিলায় যে সোপানাবলী নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে এরূপ খোদিত আছে,---'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীশিবদুর্গা শরণং। জয় রামঃ। এই বর মাগি প্রভু তোমার চরণে। সবংশে কুশলে রাখ মদনমোহনে।।' 'দৃষ্টা কষ্টং নরাণামতিবিষমপথারোহণার্থোদ্ধরাণাং প্রেতাদ্রের্দিব্য-সোপানকমতিবিততং সৌখ্যমারোহণায়। কৃতা তাপোপশান্ত্যা ঋতুনবরসভূসংখ্যশাকেঽত্র সোঽপি শ্রীনাথ-প্রীতয়ে শ্রীমদনপরভবন্মোহনাখ্যোঽকার্ষীৎ।।' এই ৩৯৫টি সোপানের নির্মাণারম্ভ ও সমাপ্তি---১৬৯৬ শকাব্দায় (বঙ্গাব্দ সন ১১৮২ সালে)।।''৬৫।।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান-লীলাভিনয়ান্তে প্রভুর স্বগৃহে আগমন—

এইমত সর্বস্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া।
বাসায় চলিলা বিপ্রগণে সন্তোষিয়া।।৭৯।।

কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামান্তে প্রভুর রন্ধনে উদ্‌যোগ—

তবে মহাপ্রভু কতক্ষণে সুস্থ হৈয়া।
রন্ধন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া।।৮০।।

রন্ধন-সম্পাদন-কালে পুরীপাদের আগমন—

রন্ধন সম্পূর্ণ হৈল, হেনই সময়।
আইলেন শ্রীঈশ্বরপুরী মহাশয়।।৮১।।

কৃষ্ণনাম-কীর্তনে প্রেমোন্মত্ত পুরীপাদ—

প্রেমযোগে কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে।
আইলেন প্রভু-স্থানে ঢুলিতে ঢুলিতে।।৮২।।

তৎক্ষণাৎ রন্ধনগৃহ ত্যাগপূর্বক পুরীপাদকে গুরুজ্ঞানে প্রভুর অভ্যর্থন, বন্দন ও মর্যাদা-প্রদর্শন-লীলা—

রন্ধন এড়িয়া প্রভু পরম-সম্ভ্রমে।
নমস্করি' তানে বসাইলেন আসনে।।৮৩।।

প্রভু-দর্শনে প্রেমভরে পুরীপাদের নিজ-আগমন-প্রশংসা—

হাসিয়া বলেন পুরী,—''শুনহ, পণ্ডিত!
ভালই সময়ে হইলাঙ উপনীত।।''৮৪।।

পরম-দৈন্যবিনয়ভরে প্রভু-কর্তৃক পুরীপাদকে নিজাবাসে ভিক্ষা-গ্রহণার্থ প্রার্থনা-জ্ঞাপন—

প্রভু বলে,—''যবে হৈল ভাগ্যের উদয়।
এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর, মহাশয়।।''৮৫।।

ভগবান্ ও ভক্তের পরস্পর প্রেম-সংলাপ—

হাসিয়া বলেন পুরী,—''তুমি কি পাইবে?''
প্রভু বলে,—''আমি অন্ন রান্ধিবাঙ এবে।।''৮৬।।
পুরী বলে,—''কি-কার্যে করিবে আর পাক?
যে অন্ন আছয়ে, তাহা কর' দুইভাগ।।''৮৭।।
হাসিয়া বলেন প্রভু,—''যদি আমা' চাও।
যে অন্ন হৈয়াছে, তাহা তুমি সব খাও।।৮৮।।
তিলার্দ্ধেকে আর অন্ন রান্ধিবাঙ আমি।
না কর' সঙ্কোচ কিছু, ভিক্ষা কর' তুমি।।''৮৯।।
তবে প্রভু আপনার অন্ন তাঁরে দিয়া।
আর অন্ন রান্ধিতে সে গেলা হর্ষ হৈয়া।।৯০।।

যেরূপ প্রভুর পুরী-প্রীতি, তদ্রূপ পুরীরও প্রভু-প্রীতি—

হেন কৃপা প্রভুর ঈশ্বরপুরী-প্রতি।
পুরীরো নাহিক কৃষ্ণ-ছাড়া অন্য-মতি।।৯১।।

প্রেত-গয়ায় শ্রাদ্ধলীলার অভিনয় করিয়া প্রভু বিপ্রগণকে নানাবিধ মধুরবাক্যে সন্তোষ বিধান করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিলেন। গয়া-তীর্থে পুরোহিতগণের প্রতি তীর্থযাত্রিগণের পূজাতিশয্য দেখা যায়। এমন কি, গয়াদি-তীর্থস্থানে মূর্খ অতি-লোভী পাণ্ডাগণ পুষ্পতুলস্যাদি-দ্বারা স্বীয় পাদ-পূজা করাইয়া লইয়া মহাপরাধ সঞ্চয় করে। তজ্জন্য প্রভু সেই অপরাধজনক অনুষ্ঠানের পরিবর্তে মধুর বাক্যের দ্বারাই পাণ্ডাগণের সন্তোষ বিধান করিলেন।।৬৬।।

গয়ালি,—(হিন্দী 'গয়াওয়াল'-শব্দজ), গয়া ক্ষেত্রের পাণ্ডা (ব্রাহ্মণ-পুরোহিত) অথবা অধিবাসী। এই পদ্যে গয়ালি তীর্থ-পুরোহিতগণের অত্যন্ত লোভের পরিচয় পাওয়া যায়।।৬৬।।

ষোড়শী,—শ্রাদ্ধকৃত্যবিশেষ; ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, প্রদীপ, অন্ন, তাম্বূল, ছত্র, গন্ধ, মাল্য, ফল, শয্যা, পাদুকা, গো, কাঞ্চন ও রজত,—এই ষোড়শপ্রকার দ্রব্য-দান উৎসর্গ, অথবা যজ্ঞপাত্রবিশেষ, সসোমক পাত্র, যথা—'অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি, নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি'।।

গয়ায় কর্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদি-সম্বন্ধে—(বিষ্ণুপুঃ ২য় অঃ ১৬শ অঃ ৪—) 'গয়ামুপেত্য যঃ শ্রাদ্ধং করোতি পৃথিবীপতে। সফলং তস্য তজ্জন্ম জায়তে পিতৃতুষ্টিদম্।।' অর্থাৎ (সগর-মহারাজের প্রতি ঔর্বের উক্তি)—''হে পৃথ্বীপতে, যে ব্যক্তি গয়ায় গমন করিয়া শ্রাদ্ধ করে, পিতৃগণের তুষ্টিপ্রদ তাহার জন্ম সফল হয়।।''৭৯।।

ঈশ্বরপুরীপাদ কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে করিতে নিজতনুকে সরলভাবে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া প্রেম-বিহ্বল হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট আগমন করিলেন। প্রভু তৎকালে রন্ধনে নিযুক্ত ছিলেন।।৮২।।

ভগবানের স্বহস্তে ভক্ত-সেবা-সম্পাদন, প্রভুর পরিবেশন, পুরীর মহাপ্রসাদ-সম্মান—

শ্রীহস্তে আপনে প্রভু করে পরিবেশন।
পরানন্দ-সুখে পুরী করেন ভোজন।।৯২।।

লোকলোচনের অগোচরে মহালক্ষ্মী-কর্তৃক গৌর-নারায়ণের নৈবেদ্য-ভোগ-রন্ধন—

সেইক্ষণে রমা-দেবী অতি-অলক্ষিতে।
প্রভুর নিমিত্ত অন্ন রান্ধিলা ত্বরিতে।।৯৩।।

স্বয়ং আচরণ প্রদর্শন দ্বারা প্রভু কর্তৃক বিঘশাসি-শিষ্যের কর্তব্য-বিধি-শিক্ষা-দান—

তবে প্রভু আগে তানে ভিক্ষা করাইয়া।
আপনেও ভোজন করিলা হর্ষ হৈয়া।।৯৪।।

ভক্ত-সহ ভগবানের ভোজনাখ্যান-শ্রবণে জীবের কৃষ্ণপ্রেম-লাভ—

ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে প্রভুর ভোজন।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন।।৯৫।।

ভগবানের স্বহস্তে ভক্ত-সেবন; প্রভু-কর্তৃক শিষ্যের গুরুপদসেবন-বিধি-শিক্ষা-দান—

তবে প্রভু ঈশ্বরপুরীর সর্ব-অঙ্গে।
আপনে শ্রীহস্তে লেপিলেন দিব্যগন্ধে।।৯৬।।

নিজজন ভক্তরাজ পুরীপাদের প্রতি প্রভু-প্রীতি অবর্ণনীয়া—

যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বরপুরীরে।
তাহা বর্ণিবারে কোন্ জন শক্তি ধরে? ৯৭।।

প্রভু-কর্তৃক শিষ্যের গুরু-বৈষ্ণবাবির্ভাব-ভূমি-দর্শন-কর্তব্য-বিবিধ-শিক্ষা-দান—

আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান্।
দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।।৯৮।।

প্রভু-কর্তৃক হরি-জন ভক্তের বা গুরু-বৈষ্ণবের চিন্ময় অবতরণ-ভূমির স্তুতি-শিক্ষা-দান—

প্রভু বলে,—"কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরপুরীর যে-গ্রামে অবতার।।"৯৯।।

পুরীপাদের চিন্ময়-জন্মভূমি-দর্শনে শিষ্যাভিমানি-প্রভুর আচার্য-বিরহে প্রেম-ক্রন্দন ও নিরন্তর তন্নাম-কীর্তনমুখে চিন্ময়ধূলি গ্রহণ দ্বারা গুরুভক্তির প্রকৃষ্ট-আদর্শ-প্রদর্শন—

কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে।
আর শব্দ কিছু নাহি 'ঈশ্বরপুরী' বিনে।।১০০।।
সে-স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি'।
লইলেন বহির্বাসে বান্ধি' এক ঝুলি।।১০১।।

গুরুদেবের চিন্ময় আবির্ভাব-ভূমিকে শিষ্যাভিমানি প্রভু-কর্তৃক সর্বস্ব-জ্ঞানে স্তুতি—

প্রভু বলে,—"ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা—আমার জীবন ধন-প্রাণ।।"১০২।।

পুরী-প্রতি প্রভুর প্রীতি-নিদর্শন; নিজ-শ্রেষ্ঠ ভক্ত-মাহাত্ম্য-বর্ধনে একমাত্র ভগবানই সমর্থ—

হেন ঈশ্বরের প্রীতি ঈশ্বরপুরীরে।
ভক্তেরে বাড়াতে প্রভু সব শক্তি ধরে।।১০৩।।

গৌর-নারায়ণের প্রিয়তমা সেবিকা-সূত্রে শ্রীমহালক্ষ্মীদেবী বদ্ধজীবের প্রাকৃত লৌকিক জড়-নয়নের অগোচরে তৎক্ষণাৎ স্বীয় প্রিয়-পতির ভোগের নিমিত্ত অমৃতময় অন্ন রন্ধন করিলেন।।৯৩।

জগদ্গুরু প্রভু শিষ্যাভিমানে স্বহস্তে দিব্যগন্ধ-দ্বারা ঈশ্বরপুরীপাদের সকল অঙ্গ লেপন করিয়া আদর্শ গুরুসেবা শিক্ষা দিলেন। ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ গুরুদেবের সেবা করিতে গিয়া একমাত্র হরি-গুরু-বৈষ্ণবেরই সেবার যোগ্য উপকরণ-স্বরূপ জগতের যাবতীয় উত্তম উত্তম পদার্থনিচয় কখনই ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা মূলে স্বয়ং ভোগ করিবে না,—এই বিধি শিক্ষা দিলেন।।৯৬।।

ঈশ্বরের,—পরমেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের।।৯৭।।

ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান,—ই, বি, আর লাইনে কুমারহট্ট-গ্রাম, বর্তমান হালিসহর-ষ্টেশন হইতে এক-ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত। সম্প্রতি এই জন্মস্থানের নিকটে তত্ত্ববিরোধী সখীভেকীদলের অর্চন-বিচার প্রবর্তিত হইয়াছে।

ভগবজ্জন্মস্থানের দর্শন, নমন ও পরিক্রমণাদি—শুদ্ধ-ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম অনুষ্ঠান।।৯৮।।

ভগবান্ ভক্তের পূজা করেন বলিয়া ভগবান্ গৌরসুন্দর মহাভাগবতবর ঈশ্বরপুরীপাদকে গুরুরূপে বরণ-লীলা-দ্বারা নিজ-প্রিয় ভক্তের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।।১০৩।।

ভগবানের ভক্ত-মাহাত্ম্য-কীর্তন; গুরু-বৈষ্ণব-দর্শন-লাভেই শিষ্যের তীর্থভ্রমণ সার্থক—

প্রভু বলে,—"গয়া করিতে যে আইলাঙ।
সত্য হৈল,—ঈশ্বরপুরীরে দেখিলাঙ।।"১০৪।।

প্রভুর বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণলীলাভিনয় দ্বারা নিত্যমঙ্গল পরমার্থ-লিপ্সু প্রত্যেককে সদ্গুরু-সমীপে মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণ-বিধি-শিক্ষা-দান—

আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরী-স্থানে।
মন্ত্র-দীক্ষা চাহিলেন মধুর-বচনে।।১০৫।।

প্রভু-প্রতি পুরীর সুগভীর প্রেম-নিদর্শনোক্তি, সেব্যের নিমিত্ত সেবকের দেহ-প্রাণাদি সর্বস্ব-দানে তৎপরতা—

পুরী বলে,—"মন্ত্র বা বলিয়া কোন্ কথা?
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্বথা।।"১০৬।।

লোক-শিক্ষা-প্রদানার্থ হরিজনের নিকট প্রভুর মন্ত্রগ্রহণ-লীলাভিনয় দ্বারা তৎপ্রতি স্বীয় অকৃত্রিম কৃপা-প্রদর্শন—

তবে তান স্থানে শিক্ষা-গুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর-মন্ত্রের গ্রহণ।।১০৭।।

প্রভু-কর্তৃক শিষ্যের গুরু-প্রদক্ষিণ, আত্মনিবেদন ও কৃষ্ণপ্রেমরূপ গুরু-প্রসাদ-যাচ্ঞা-বিধি-শিক্ষা-দান—

তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে।
প্রভু বলে,—"দেহ আমি দিলাঙ তোমারে।।১০৮।।
হেন শুভদৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে।।"১০৯।।

প্রভুর দৈন্যবিনয়োক্তি-শ্রবণে প্রভুকে পুরীর প্রেমালিঙ্গন-দান—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বরপুরী।
'প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি'।।১১০।।

গয়া-তীর্থে শুভাগমনোপলক্ষে এস্থানে যে সাক্ষাৎ তীর্থভূত শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম দর্শন করিতে পাইলাম, ইহাতেই আমার সমগ্র তীর্থ দর্শনের ফল-লাভ ঘটিয়াছে,—একথা জগদ্গুরু লোকশিক্ষক প্রভু সাধক শিষ্যগণের শিক্ষার নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীমুখে কীর্তন করিলেন।।১০৪।।

মন্ত্রদীক্ষা,—(ভক্তিসন্দর্ভে ২০৭ সংখ্যায়—) "মন্ত্রদীক্ষারূপঃ অনুগ্রহঃ।" "মননাত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ।" 'মনন' অর্থাৎ বাহ্য ভোগ্য অনিত্য জগতের খণ্ডিত অনিত্যবস্তুর চিন্তা বা কর্মফলভোগীর ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসক্তিরূপ সংসার-ভোক্তৃধর্ম হইতে যাহা জীবকে পরিত্রাণ করে, উহাকে 'মন্ত্র' বলে। বিষ্ণুযামলবাক্য—"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।।" অর্থাৎ যে অনুষ্ঠান হইতে মানবের ঐহিক পাপ-পুণ্যানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি ক্ষীণ হয় এবং পাপপুণ্য ক্ষীণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত ভগবৎসম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হয় অর্থাৎ যে ভগবজ্-জ্ঞানোদয়ে জড়-জগতে নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তির উদয় করায়, তাহারই নাম 'দীক্ষা'। বৈধ-বিচারে সেই দীক্ষানুষ্ঠানের অন্তর্গত পাঁচটী ব্যাপার আছে, যথা—তাপ-সংস্কার, ঊর্ধ্বপুণ্ড্র-সংস্কার, নাম-সংস্কার—এই ত্রিবিধ সংস্কার স্থূলজগতে ভূতাকাশে বিহিত। এতদ্ব্যতীত মন্ত্র-সংস্কার ও যাগ-সংস্কার নামক সংস্কারদ্বয় মধ্যম অধিকারে প্রদত্ত হইলে পঞ্চসংস্কারাত্মিকা দীক্ষা সম্পন্ন হয়। তৎপর নবেজ্যা-কর্ম ও অর্থপঞ্চক-জ্ঞানই উত্তমাধিকার বলিয়া কথিত হয়। পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা-লব্ধ জনগণ অর্চনপথে অধিকার লাভ করিবার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করেন। মন্ত্রদীক্ষা-প্রভাবে জীবের সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। তখন মন্ত্র-সিদ্ধি-প্রভাবে ভগবন্নামের ও নামি-ভগবানের বিজ্ঞানোদয়ে তাঁহার কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবায় অধিকার-লাভ ঘটে। ভাগবত-সম্প্রদায়ে প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকারগত অর্চনকারীর ভগবদ্ভক্ত-তত্ত্ববিচারাভাব বর্তমান; যেহেতু তৎকালে তাহার প্রাকৃত হৃদয়ে একমাত্র ভগবদ্বিগ্রহের অর্চন ব্যতীত ভগবল্লীলা-পরিকরগণের সেবা-সৌন্দর্য-মহিমার বিবেক উদিত হয় না। ক্রমশঃ সৌভাগ্যবৃদ্ধিক্রমে ভগবৎকৃপা-বশতঃ যখন জীব কনিষ্ঠাধিকার অতিক্রম করিয়া ভগবদ্ভক্ত-বিবেকে নৈপুণ্য লাভ করেন, তৎকালেই তাঁহার দিব্যজ্ঞান-লাভ-ফলে ঈশ্বরে প্রেম, তদীয় অধীন সেবা-পরায়ণ-জনের প্রতি মিত্রতা, তত্ত্বানভিজ্ঞ বালিশজনে কৃপা-উপদেশ-প্রবৃত্তি এবং ঈশ্বর-বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা—এই চারিপ্রকার অভিধেয়-বিচার পরিলক্ষিত হয়। উন্নত উত্তমাধিকারে বিদ্বেষি-জনের প্রতি উপেক্ষা শ্লথ এবং তদ্দ্বারা ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণানুশীলন উপলব্ধ হওয়ায় সমগ্র জগৎকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ-বুদ্ধির উদয়ে তাঁহার সর্বত্র সর্বদা ভগবৎস্মরণ হইতে থাকে।।১০৫।।

উভয়েই উভয়ের প্রেমাশ্রু-সিক্ত ও প্রেম-বিহ্বল—

দোঁহার নয়নজলে দোঁহার শরীর।
সিঞ্চিত হইলা প্রেমে, কেহ নহে স্থির।।১১১।।

নিজপ্রেষ্ঠ ভক্ত পুরীপাদের প্রতি প্রেম-কৃপা-প্রদর্শনপূর্বক প্রভুর গয়ায় কিয়দ্দিবসাবস্থিতি—

হেনমতে ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করি'।
কতদিন গয়ায় রহিলা গৌরহরি।।১১২।।

ক্রমশঃ স্বীয় অবতরণের গূঢ়রহস্য-প্রকাশ-সম্ভাবনা; আশ্রয়াভিমানি প্রভুর হৃদয়ে কৃষ্ণবিরহ-প্রেমের উদয় ও বৃদ্ধি—

আত্মপ্রকাশের আসি' হইল সময়।
দিনে-দিনে বাড়ে প্রেমভক্তির বিজয়।।১১৩।।

মন্ত্রদৈবত-বিগ্রহ প্রভুর সেবকাভিমানে একদা নিজ-ইষ্ট-দশাক্ষর-মন্ত্র-ধ্যান—

একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভৃতে।
নিজ-ইষ্টমন্ত্র ধ্যান লাগিলা করিতে।।১১৪।।

কৃষ্ণবিরহ-সমাধিতে আশ্রয়-ভাবান্বিত প্রভুর হরিকে চিত্ত-হরজ্ঞানে সম্বোধন ও আকুল ক্রন্দন—

ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া।।১১৫।।
"কৃষ্ণ রে! বাপ রে! মোর জীবন শ্রীহরি!
কোন দিকে গেলা মোর প্রাণ করি' চুরি?১১৬।।
পাইনু ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা?"
শ্লোক পড়ি' প্রভু কান্দিতে লাগিলা।।১১৭।।

শ্রীগৌরসুন্দর—সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপ ("শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ"—লীলাশুক বিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণকর্ণামৃতে ১ম শ্লোকে); সুতরাং অন্তর্যামি-চৈত্ত্যগুরুরূপে ঈশ্বরপুরীপাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও মহাপ্রভু নিঃশ্রেয়সার্থী বা পরমার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই যে সর্বপ্রথমে গুরুপাদাশ্রয় একান্ত আবশ্যক—এই বিধি শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং শিষ্যাভিমানে পুরীপাদকে গুরুজ্ঞানে তাঁহার নিকট হইতে দশাক্ষর-মন্ত্র-গ্রহণ-লীলার অভিনয় করিলেন।।১০৭।।

কেহ কেহ ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গকেই এবং কেহ কেহ বা আপবর্গিক মুক্তিকেই চরমপ্রাপ্যরূপে স্থির করেন; কিন্তু পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমাকে অনেকেই প্রয়োজন বলিয়া নির্ণয় করিতে অসমর্থ। জগদ্গুরু গৌরসুন্দর লোকশিক্ষার্থ কৃষ্ণপ্রেমলিপ্সু শিষ্যের লীলাভিনয়পূর্বক ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বিধ কৈতবকে সম্পূর্ণরূপে গর্হণ করিয়া, কৃষ্ণপ্রেমাই যে নিঃশ্রেয়সার্থী বা পরমার্থি-মাত্রেরই একমাত্র মুখ্যতম প্রয়োজন এবং তাহাই যে ভক্তরূপ তাঁহার নিজেরও প্রয়োজন—গুরুরূপী ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। কৃষ্ণপ্রেম-লাভই যে একমাত্র প্রয়োজনতত্ত্ব, ইহা স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া তাঁহার নিকট কীর্তন করিলেন।।১০৯।।

অনভিজ্ঞ অন্যাভিলাষী, কর্মী, ব্রতী, যোগী, জ্ঞানী ও তপস্বী প্রভৃতি কৃষ্ণেতর-কাম-তৎপর সম্প্রদায় মনে করে যে, 'গৌরসুন্দর তাহাদেরই ন্যায় কর্মফলাধীন মর্ত্যজীববিশেষ; সুতরাং ভবসংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্যই একজনকে গুরু বলিয়া বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।' এই অপরাধময়ী বুদ্ধির বশে তাহারা প্রাকৃত অভক্ত গুরুব্রুবকে বাহ্যসম্মান প্রদর্শন করিয়া গুরু-তত্ত্বের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংই উপাস্যবস্তু হইয়া তাঁহার নিজজন প্রিয়ভক্তকে মর্যাদা-গৌরব প্রদান করিবার জন্য গুরুরূপে স্থাপন করিয়া নিজের অমায়া-কৃপাই প্রকাশ করিলেন।।১১২।।

স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর অতঃপর আদর্শ ভক্ত-চরিত্রের অভিনয় করিতে গিয়া উন্মেষিতস্বরূপ ভগবদাশ্রিত-জীবের হৃদ্গত মনোবৃত্তি-প্রদর্শন-লীলার অভিনয় করিলেন। ক্রমশঃ প্রভুর হৃদয়ে 'দাস্য-প্রেমভক্তি', 'সখ্যপ্রেমভক্তি', 'বাৎসল্যপ্রেমভক্তি' ও 'মধুর কান্তরসাশ্রিত প্রেমভক্তি, তদন্তর্গত হইয়া সখ্য-প্রেমভক্তি, তদন্তর্গত হইয়া দাস্য-প্রেমভক্তি এবং তদন্তর্ভুক্ত হইয়া নিরপেক্ষ শান্তভক্তিরস অবস্থিত। বিরূপ বদ্ধজীবের নিত্য-স্বরূপের প্রথম আবরণ সূক্ষ্ম-শরীর মনোময়-রাজ্যে এবং দ্বিতীয়াবরণ স্থূল-দেহ বাহ্য-জগতে ভ্রমণশীল। এই অনিত্য অনাত্ম-দেহদ্বয়ের অভ্যন্তরে নিত্য-চিন্ময়জীবস্বরূপ আত্মা বিরাজমান। সুপ্ত আত্মা উদ্বুদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রতি বদ্ধদশায় সংশ্লিষ্ট অনাত্ম দেহ ও মন বশীভূত হয়, নতুবা এই উপাধিদ্বয় প্রবল থাকিলে নিত্যবশ্য-জীবের বদ্ধদশায় আত্মা প্রকাশিত না হওয়ায় তাহার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ-ধর্ম ঈশ্বর-সেবা-প্রবৃত্তির কোনই লক্ষণ তাঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না।।১১৩।।

কৃষ্ণবিরহ-প্রেমামৃত-সাগরে আশ্রয়ভাবময় প্রভুর নিমজ্জন; প্রভুর সর্বাঙ্গ রজো ব্যাপ্ত—

প্রেমভক্তিরসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলায় ধূসর।।১১৮।।

কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রেমার্তিভরে উচ্চরবে সম্বোধন ও ক্রন্দন—

আর্তনাদ করি' প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
"কোথা গেলা, বাপ কৃষ্ণ, ছাড়িয়া মোহরে?"১১৯।।

"গাম্ভীর্যে অম্ভোধিকোটি" প্রভু নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল-চঞ্চল—

যে প্রভু আছিলা অতি-পরম-গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম-অস্থির।।১২০।।

কৃষ্ণবিরহ-প্রেমাবেশে প্রভুর ভূলুণ্ঠন ও ক্রন্দন—

গড়াগড়ি' যায়েন কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
ভাসিলেন নিজ-ভক্তি-বিরহ-সাগরে।।১২১।।

ধ্যান-শব্দে "বিশেষতো রূপাদিচিন্তনং ধ্যানম্" (ভক্তিসন্দর্ভে ২৭৮ সংখ্যায়)—অর্থাৎ, বিশেষভাবে ভগবদ্রূপাদি-চিন্তনরূপ অপ্রাকৃত চিদনুশীলনকেই লক্ষ্য করে। কেহ যেন মনে না করেন যে, জড়জগতের কোন ভোগ্য-বস্তুর চিন্তন-চেষ্টাই ধ্যান-শব্দে উদ্দিষ্ট। বিষ্ণুমন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা ভগবদ্বস্তুতে বদ্ধজীবের জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন ভোগ্য-বস্তু নাই। আধ্যক্ষিক-জ্ঞানমূলে জড়বস্তুর মননশীল অনিত্য-মনের দ্বারা কৃত্রিম-ধ্যান-প্রয়াসি-জনগণ যে নিজ-নিজ-কল্পিত ইষ্টদেবের ধ্যান করেন, তাহাতে অপ্রাকৃতত্বের কোন সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহারা প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়েরই শাখাবিশেষ। এই প্রকৃতির অতীত রাজ্যে শুদ্ধসত্ত্ব-মনের ধ্যেয় অধোক্ষজবস্তু অবস্থিত থাকায় সেই শুদ্ধসত্ত্ব-মনে ধ্যানযোগে অধোক্ষজবস্তুর রূপচিন্তন-দ্বারা তাঁহার সুখ-বিধানও ভক্ত্যঙ্গ ধ্যান বলিয়া কথিত হয়। গৌরসুন্দর ইষ্টমন্ত্রধ্যানরূপ কৃষ্ণানুশীলনে ব্যস্ত থাকিবার পর বাহ্য জগতে যে অপ্রাকৃত-চেষ্টা প্রদর্শন করিলেন, তাহা বিপ্রলম্ভ বা কৃষ্ণবিরহ-রস-সূচক। তৎকালে কৃষ্ণসান্নিধ্যসত্ত্বেও তদপ্রাপ্তি-বোধ-হেতু প্রেমাশ্রু-বিসর্জনই তাহার প্রধান লক্ষণ। বিপ্রলম্ভই সম্ভোগের সাধন ও পোষণ। যাঁহারা বিপ্রলম্ভকে সাধন-পর্যায়রূপে স্বীকার না করিয়া সম্ভোগ-সিদ্ধিকেই সাধন বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহাদের কুবিচার-সিদ্ধান্ত-লব্ধ বিবর্তভ্রম অপনোদন করিবার জন্যই বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণের বিরহদগ্ধ-আশ্রয়-সেবকাভিমানী প্রভু বিপ্রলম্ভরসের অভিধেয়ত্ব প্রচার করিয়াছেন। ফলতঃ ভগবদ্বিপ্রলম্ভরসের উন্নত উজ্জ্বল মহিমা এই জগতে প্রচার করিবার জন্যই প্রভুর প্রপঞ্চাতীত গোলোক হইতে প্রপঞ্চে অবতরণলীলা। প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় এ সকল তত্ত্ব-রহস্য না বুঝিয়া ভক্তিবিরোধী সর্বনাশকর শাক্তেয় সম্ভোগ-মতবাদ অবলম্বন করিয়া ভোগি-সম্প্রদায়ের অন্যতররূপে আপনাদিগকে স্থাপন ও প্রচার করেন। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণবিরহ-বিধুর আশ্রিত সেবকাভিমানে উচ্চরবে করুণপ্লুতস্বরে কৃষ্ণকে কীর্তনমুখে সম্বোধনপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন।।১১৫।।

শুদ্ধকৃষ্ণদাস্যরসে অবস্থিত হইয়া প্রভু কৃষ্ণকে পিতা এবং আপনাকে পুত্রজ্ঞান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'হে পিতঃ কৃষ্ণ! তুমিই আমার জীবন, তুমি আমার চিত্ত হরণ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলে? আমি তোমার অপহৃত-বস্তুর সন্ধান না পাইয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি। তবে সেই চিত্তাপহারককে এইমাত্র বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনিই আমার পালক ও রক্ষক।।'১১৬।।

কৃষ্ণবিরহগীত-শ্লোক ভাঃ ১০ম স্কঃ ৩০ অঃ ৫-১২, ৩১ অঃ, ৩৯ অঃ ১০-৩১ এবং ৪৭ অঃ ১২-২১ শ্লোক-সমূহ অধিকারি-ভেদে আলোচ্য।।১১৭।।

ব্রজ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের মথুরায় গমনকালে বৎসল-রসাশ্রিত নন্দ-যশোদা প্রভৃতি পিতৃমাতৃবর্গ বিপ্রলম্ভরসের অনুসরণে কৃষ্ণকে 'বাপ' বলিয়া সম্বোধন করায়, আশ্রয়াভিমানি-প্রভুর সম্বোধন অতীব সঙ্গত। শ্রীগৌরসুন্দর পঞ্চবিধ-রসের 'বিষয়' হইয়াও পঞ্চবিধরসের পঞ্চবিধ আশ্রয়-বিগ্রহের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণই একমাত্র পঞ্চরসের 'বিষয়-বিগ্রহ' বলিয়া পঞ্চরসাশ্রিত আশ্রয়-বিগ্রহের বিভিন্নাংশ জীবসমূহ সিদ্ধ-দশায় কৃষ্ণকে নিজ-নিজ-রসের 'বিষয়' বলিয়াই জানেন। মধুর-রসে তিনি কান্ত, বৎসলরসে তিনি পুত্র, সখ্যরসে তিনি সখা, দাস্য-রসে তিনি ব্রজরাজ-তনয় ব্রজযুবরাজ এবং শান্ত-রসে গো-বেত্র-বেণু প্রভৃতি চিন্ময়-আশ্রিতগণের অজ্ঞাত সেব্য-বস্তু। এইরূপে একই সর্বোত্তম পরতত্ত্ব 'বিষয়' কৃষ্ণকে পঞ্চবিধ আশ্রয়বর্গ গোলোক-বৃন্দাবনে পঞ্চবিধ-ভাবের সহিত সেবা করিয়া থাকেন।।১১৯।।

সঙ্গি-ছাত্রবর্গের কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত নিমাই পণ্ডিতকে সান্ত্বনা-প্রদান—

তবে কতক্ষণে আসি' সর্ব-শিষ্যগণে।
সুস্থ করিলেন আসি' অশেষ যতনে।।১২২।।

সঙ্গি-ছাত্রগণকে নবদ্বীপে গমনার্থ অনুরোধ—

প্রভু বলে,—"তোমারা সকলে যাহ ঘরে।
মুই আর না যাইমু সংসার-ভিতরে।।১২৩।।

মথুরাগত কৃষ্ণ-বিরহিণী গোপীভাবময় প্রভুর ব্রজত্যাগ-পূর্বক কৃষ্ণদর্শনান্বেষণার্থ মথুরা-যাত্রার সঙ্কল্প—

মথুরা দেখিতে মুই চলিমু সর্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা।।"১২৪।।

কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত নিমাই পণ্ডিতকে ছাত্রগণের নানাভাবে সান্ত্বনা-দান—

নানা-রূপে, সর্বশিষ্যগণ প্রবোধিয়া।
স্থির করি' রাখিলেন সবাই মিলিয়া।।১২৫।।

কৃষ্ণ-বিরহিণী গোপীভাবময় প্রভুর অসহ্য-কৃষ্ণবিরহ-প্রেম বেদনা-চাঞ্চল্য—

ভক্তিরসে মগ্ন হই' বৈকুণ্ঠের পতি।
চিত্তে স্বাস্থ্য না পায়েন, রহিবেন কতি।।১২৬।।

একদিন রাত্রিশেষে গভীর কৃষ্ণবিরহ-প্রেমাবেশে প্রভুর মথুরা-যাত্রা—

কাহারে না বলি' প্রভু কত-রাত্রি-শেষে।
মথুরাকে চলিলেন প্রেমের আবেশে।।১২৭।।

কৃষ্ণবিরহে প্রেমার্তিভরে ও কাতরস্বরে কৃষ্ণবিরহতপ্ত আশ্রয়-ভাবময় প্রভুর কৃষ্ণকে আহ্বান—

"কৃষ্ণ রে! বাপ রে মোর! পাইমু কোথায়?"
এইমত বলিয়া যায়েন গৌররায়।।১২৮।।

পথি-মধ্যে নিজতত্ত্ব ও ভাবী-লীলা-জ্ঞাপক আকাশ-বাক্যে মথুরা-গমনে নিষেধ-শ্রবণ—

কত দূর যাইতে শুনেন দিব্য-বাণী।
"এখনে মথুরা না যাইবা, দ্বিজমণি! ১২৯।।

নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তনার্থ আকাশবাণীর প্রার্থনা—

যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে।
নবদ্বীপে নিজ গৃহে চলহ এখনে।।১৩০।।

প্রভু-তত্ত্ব ও অবতরণ-কারণ-নির্দেশিকা বাণী—

তুমি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লোক নিস্তারিতে।
অবতীর্ণ হইয়াছ সবার সহিতে।।১৩১।।

প্রভুর ভবিষ্যৎ-লীলা-প্রকার-বর্ণন—

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় করিয়া কীর্তন।
জগতেরে বিলাইবা প্রেমভক্তি-ধন।।১৩২।।

প্রভুর অবতরণ-কারণ-নির্দেশ; শিব-বিরিঞ্চি-সেবিত কৃষ্ণপ্রেমধন-বিতরণই গৌরলীলা—

ব্রহ্মা শিব-সনকাদি যে-রসে বিহ্বল।
মহাপ্রভু 'অনন্ত' গায়েন যে মঙ্গল।।১৩৩।।
তাহা তুমি জগতেরে দিবার কারণে।
অবতীর্ণ হইয়াছ,—জানহ আপনে।।১৩৪।।

যে নিমাইপণ্ডিত পূর্বে নবদ্বীপে অধ্যাপক-সূত্রে পরম-গম্ভীর ছিলেন, তিনি আজ কৃষ্ণপ্রেমে পরম-অধীর হইয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেমের এইরূপ অতুলনীয় স্বভাব যে, তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইলে কোটিসমুদ্র-গম্ভীর পুরুষও পরম চমৎকারময়ী চঞ্চলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার বশীভূত হইয়া পড়েন। (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ ১৪৭ সংখ্যায়—) "কৃষ্ণমাধুর্যের এই স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল।।" (ঐ অন্ত্য ৩য় পঃ ২৬৬ সংখ্যা—) "কৃষ্ণ-আদি যত স্থাবরজঙ্গমে। কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণসঙ্কীর্তনে।।" প্রভৃতি পদ্য আলোচ্য।।১২০।।

ভক্তিবিরহ-সাগরে,—বিপ্রলম্ভরসের পরাকাষ্ঠায়।।১২১।।

প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্র,—মধুর কান্তরসের 'আশ্রয়' গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া সেই রসের বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি সম্বোধনোক্তি।।১২৪।।

মথুরা-গত কৃষ্ণের বিরহে বিধুরা গোপীর ভাবে ভাবিত হইয়া গৌরসুন্দর এরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন যে, একদিন নিশান্তে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কৃষ্ণপ্রেমাবেশে কৃষ্ণের অনুসন্ধানার্থ মথুরার পথে গমন করিতে লাগিলেন।।১২৭।।

জগতের হিতার্থ গৌরসেবনেচ্ছা-মূলে দেবগণের ঐরূপ আকাশ-বাণী-জ্ঞাপন—

সেবক আমরা, তবু চাহি কহিবার।
অতএব কহিলাঙ চরণে তোমার।।১৩৫।।

স্বতন্ত্র প্রভুর নিরঙ্কুশ অভিলাষই লোকমঙ্গলকর অথচ দুর্লঙ্ঘ্য বিধান—

আপনার বিধাতা আপনে তুমি প্রভু।
তোমার যে ইচ্ছা, সে লঙ্ঘন নহে কভু।।১৩৬।।

দেবগণের আকাশবাণী দ্বারা প্রভুকে নবদ্বীপে গমনপূর্বক পরে মথুরায় আগমনার্থ নিবেদন—

অতএব, মহাপ্রভু! চল তুমি ঘর।
বিলম্বে দেখিবা আসি' মথুরানগর।।''১৩৭।।

আকাশবাণী-শ্রবণে মথুরা-যাত্রা হইতে প্রভুর বিরতি ও প্রত্যাবর্তন—

শুনিঞা আকাশবাণী শ্রীগৌরসুন্দর।
নিবর্ত হইলা প্রভু হরিষ-অন্তর।।১৩৮।।

গৃহে প্রত্যাগমনান্তে সঙ্গি-শিষ্যগণ-সহ প্রভুর গয়া-ত্যাগ ও নবদ্বীপ-যাত্রা—

বাসায় আসিয়া সর্বশিষ্যের সহিতে।
নিজ-গৃহে চলিলেন ভক্তি প্রকাশিতে।।১৩৯।।

নবদ্বীপে আগমনান্তে প্রভুর হৃদয়ে কৃষ্ণবিরহ-প্রেমের উদয় ও নবনবভাবে বৃদ্ধি—

নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়।
দিনে-দিনে বাড়ে প্রেমভক্তির উদয়।।১৪০।।

শ্রীমায়াপুরে আবির্ভাব হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন-পর্যন্ত সমস্ত-লীলাত্মক 'আদিখণ্ড'—

আদিখণ্ড-কথা পরিপূর্ণ এই হৈতে।
মধ্যখণ্ড-কথা এবে শুন ভালমতে।।১৪১।।

বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা-লাভের পূর্বে অজ্ঞান কর্মসঙ্গিগণকে বঞ্চনার্থ প্রভুর কর্মকাণ্ড-লীলাভিনয়-শ্রবণে গৌর-কৃপা-লাভ—

যে বা শুনে ঈশ্বরের গয়ায় বিজয়।
গৌরচন্দ্র প্রভু তারে মিলিব হৃদয়।।১৪২।।

কৃষ্ণযশঃকথা বা কৃষ্ণনামের সহিত কৃষ্ণের অচ্ছেদ্য অভিন্নতাহেতু কৃষ্ণকথা-শ্রবণেই কৃষ্ণসান্নিধ্য-লাভ—

কৃষ্ণযশ শুনিতে সে কৃষ্ণসঙ্গ পাই।
ঈশ্বরের সঙ্গে তার কভু ত্যাগ নাই।।১৪৩।।

চৈত্ত্যগুরু-রূপে নিত্যানন্দের গ্রন্থকার-হৃদয়ে গৌরলীলা-বর্ণনার্থ প্রেরণা—

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে।।১৪৪।।

আবার ব্রজের বৎসলরসের ভাবে বিভাবিত হইয়া করুণসুরে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিতে করিতে কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।।১২৮।।

আকাশ-বাণীতে দেবগণ বলিলেন,—'হে পরমেশ্বর গৌরসুন্দর! তুমি যে এই অবতারে জগতে নাম-প্রেম বিতরণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ, এই কথা আমরা তোমার নিত্য-সেবকসূত্রে তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। এক্ষণে তোমার মথুরায় যাইবার প্রয়োজন নাই তুমি স্বয়ং সকলের বিধাতা, তোমার নিরঙ্কুশ অভিলাষ কেহ উল্লঙ্ঘন বা অতিক্রম করিতে পারে না; এইজন্য তুমি সম্প্রতি মথুরায় না যাইয়া শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে শুভবিজয় কর।।'১৩৫-১৩৭।।

গৌরসুন্দরের গয়াতীর্থোদ্ধারণ-লীলার কথা যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহার হৃদয়ে গৌরসুন্দর আবির্ভূত হন। গৌরসুন্দর গয়া-তীর্থে প্রথমতঃ গুরুপাদাশ্রয় ও তৎকৃপা-লাভ-লীলার অভিনয় দ্বারা নিঃশ্রেয়স পরমার্থ-শিক্ষার্থিগণকে আদর্শ-বিধি শিক্ষা দিয়া জগতে প্রেমভক্তি-প্রচার-লীলা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং গৌরসুন্দরের গয়া-বিজয়-লীলা শ্রবণ করিলে নাস্তিক্য ও আস্তিক্য উভয়বিধ কর্মবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া জীবের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠতা ও উজ্জ্বলতা দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়।।১৪২।।

গৌরকৃষ্ণের যশঃকীর্তন শ্রবণ করিতে করিতে গৌরকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সঙ্গ-লাভ হয়। কেন না, কৃষ্ণকথা বা কৃষ্ণনাম স্বয়ং কৃষ্ণবিগ্রহ অর্থাৎ কৃষ্ণস্বরূপ এক, অভিন্ন; তাঁহাতে মায়ার ভোগজনিত কোনরূপ ভেদ-লেশ নাই। গৌরের অপ্রাকৃত কথা-প্রসঙ্গে কৃষ্ণ-যশোরহিত কোন কথাই নাই; অতএব গৌর-লীলাকে কৃষ্ণলীলা হইতে পৃথগ্‌বুদ্ধি করিবার কারণ নাই।।১৪৩।।

নিত্যানন্দের কৃপাপরিচালনাতেই কর্তৃত্বাভিমান-শূন্য গ্রন্থকারের গৌর-চরিত-বর্ণন-প্রচেষ্টা—

তাহান কৃপায় লিখি চৈতন্যের কথা।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক সর্বথা।।১৪৫।।

একান্ত ঈশ্বর-প্রপন্ন গ্রন্থকারের বিভুসম্বিদ্‌বিগ্রহ কৃষ্ণচৈতন্যকে যন্ত্রী ও আপনাকে যন্ত্র-জ্ঞান—

কাষ্ঠের পুতুলি যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়।।১৪৬।।

গৌরগুণ-লীলা-চরিত অনাদ্যনন্ত বলিয়া আদর্শ দৈন্য-ভরে গ্রন্থকারের কথঞ্চিৎ তদ্বর্ণন-প্রচেষ্টা-কথন—

চৈতন্যকথার আদি-অন্ত নাহি জানি।
যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি।।১৪৭।।

অনন্ত আকাশে বিহঙ্গমের উড্ডয়ন চেষ্টার দৃষ্টান্ত বা উপমা—

পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি' যায়।।১৪৮।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা-চালিত বিদ্বৃত্তি ভক্তির পরিমাণ অনুসারে গৌর-গুণ-লীলা-কীর্তনোন্মুখের তৎকীর্তন-সামর্থ্য—

এইমত চৈতন্য যশের অন্ত নাই।
যারে যত শক্তি-কৃপা, সভে তত গাই।।১৪৯।।

তথাহি (ভাঃ ১।১৮।২৩)—

অনন্ত আকাশে পক্ষীর উড্ডয়নের ন্যায় বুধগণের অপার বিষ্ণু-গুণ-লীলাবধারণ-চেষ্টা—

নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণস্তথা
সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ।।১৫০।।

নিত্যানন্দপ্রভু আমাকে হৃদয়ে প্রেরণা প্রদান করিয়া মহাপ্রভুর চরিত-কথা লিপিবদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। আমি অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হইয়া অপ্রাকৃত চৈতন্যচরিত-কথা লিখিতে বসি নাই; পরন্তু শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাশক্তি-প্রভাবেই তাহা লিখিতেছি।।১৪৫।।

শ্রীচৈতন্য—অনাদ্যনন্ত অসীমতত্ত্ব, সুতরাং তাঁহার আদি ও অন্ত-বর্ণন জীবের অধিকারাধীন নহে। যে-কোন ভাষার সাহায্যে আমি যে-কোন-প্রকারে শ্রীচৈতন্যদেবের যশ ব্যাখ্যা করিতেছি। যেরূপ কাষ্ঠ-নির্মিত পুতুলের নিজ-স্বাতন্ত্র্য নাই, চালকের চেষ্টাতেই উহা চালিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বর শ্রীচৈতন্য আমার শুদ্ধচৈতন্যে অধিষ্ঠিত হইয়া যেরূপ বল সঞ্চার করিতেছেন, আমি তদ্রূপভাবেই চলিতেছি।।১৪৭।।

(চৈঃ চঃ আদি ৮ম পঃ ৭৮-৭৯—) "এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন। আমার লিখন—যেন শুকের পঠন।। সেই লিখি মদনগোপাল মোরে যে লেখায়। কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায়।।" (ঐ ৯ম পঃ ৯৩-৯৪—) "গৌরলীলামৃতসিন্ধু—অপার অগাধ। কে করিতে পারে তাহাঁ অবগাহ-সাধ? তাহার মাধুরীগন্ধে লুব্ধ হয় মন। অতএব তটে রহি' চাকি এক কণ।।"

আকাশ অনাদি, অনন্ত ও নিরালম্ব বলিয়া পক্ষী যেরূপ নিজ-শক্ত্যনুসারেই সেই আকাশে ঊর্ধ্বে উড়িতে পারে, আমিও তদ্রূপ অনন্ত চৈতন্য-লীলার সীমা না পাইয়া আমার যৎকিঞ্চিৎ সামর্থ্যানুসারেই তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি। (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ পঃ ২৩৩—) "জগৎ ভাসিল চৈতন্য-লীলার পাথারে। যাঁর যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে।।" (ঐ অন্ত্য ২০ পঃ ৭১, ৭৭, ৭৯-৮১, ৯০-৯২, ৯৮-৯৯—) "জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি কোন্ তাহা পারে বর্ণিতে? তার এক কণ স্পর্শি আপনা' শোধিতে।। * * প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে। বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বর্ণিতে।। * * আকাশ—অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষিগণ। যার যত শক্তি তত করে আরোহণ।। ঐছে মহাপ্রভুর লীলার নাহি ওর-পার। জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার? যাবৎ বুদ্ধির গতি ততেক বর্ণিলু। সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইলুঁ।। * * আমি অতিক্ষুদ্র জীব—পক্ষী রাঙ্গা-টুনি। সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি।। তৈছে আমি এক কণ ছুঁইলু লীলার। এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার।। আমি লিখি,—ইহা মিথ্যা করি অনুমান। আমার শরীর—কাষ্ঠপুত্তলি-সমান।। * * ইঁহো-সবার চরণ-কৃপায় লেখায় আমারে। আর এক হয় তেঁহো অতি-কৃপা করে।। শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি'। কহিতে না যুয়ায়, তবু রহিতে না পরি।।"১৪৮।।

নৈমিষারণ্যে মহাভাগবত সূত-গোস্বামীর নিকট ভাগবত-কথা-শুশ্রূষু শ্রীসনকাদি-মুনিগণের প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার উত্তরে ভাগবত-কথার কীর্তন-প্রারম্ভে শ্রীসূত ভগবান্ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের কথা, নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার অনন্তত্ব-বিষয়ে বলিতেছেন,—

গ্রন্থকারের আদিখণ্ড বর্ণনান্তে সর্ববৈষ্ণব-পদে প্রণাম দ্বারা আদর্শ-দৈন্যবিনয়-শিক্ষা-দান—

সর্ব-বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার।।১৫১।।

অবিদ্যা বা অনর্থের বিনাশ ও গৌর-কৃষ্ণপ্রীতি লাভার্থ নিত্যানন্দপদাশ্রয়ের আবশ্যকতা-কীর্তন—

সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচান্দেরে।।১৫২।।

অন্বয়। (যথা) পতত্রিণঃ (পক্ষিণঃ বাণাঃ বা) নভঃ (আকাশম্) আত্মসমং (স্ববলানুরূপমেব) পতন্তি (উৎপতন্তি ন তু কৃৎস্নং) তথা (তদ্বৎ) বিপশ্চিতঃ (বিদ্বাংসঃ জ্ঞানিনঃ অপি) বিষ্ণুগতিং (বিষ্ণোঃ গতিং নাম-রূপ-গুণ-লীলা-মহিমা জ্ঞানং প্রতি) সমং (স্ববুদ্ধিবলানুরূপমেব যতন্তে)।।১৫০।।

অনুবাদ। পক্ষিগণ যেরূপ নিজশক্তি অনুসারে আকাশে যতদূর উড্ডীন হইতে পারে, ততদূরই উড্ডীন হয়, সেইরূপ পণ্ডিতগণও নিজবুদ্ধি-অনুসারে ভগবানের লীলা যতদূর অবগত হইয়া থাকেন, সেই পর্যন্তই বর্ণন করিতে থাকেন।।

তথ্য। 'যেমন পক্ষিগণ আকাশে নিজশক্ত্যনুসারে উড়িয়া গিয়া শক্ত্যভাবনিবন্ধনই তাহাতে উপরত হয়, পরন্তু অনন্ত আকাশের অবসান আছে,—এই ভাবিয়া উপরত হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মাদি জ্ঞানিগণও বিষ্ণুজ্ঞান-লাভে নিজ শক্ত্যনুসারে যত্ন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু শক্ত্যভাব-হেতুই তাহাতে বিরত হন; পরন্তু ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের গুণরাশির অন্ত, শেষ সীমা বা পরিমাণ আছে বলিয়া তাহাতে উপরত হন না, ইহাই ভাবার্থ।' (—শ্রীবিজয়ধ্বজ)।

যেমন পক্ষী বা শর নিজ-নিজ-বলানুসারে আকাশে উড়িয়া বা ছুটিয়া যায়, তদ্রূপ পণ্ডিতগণও স্ব-স্ব-বুদ্ধি-বলানুসারেই ভগবন্মহিমাকে ধারণ করিতে যা'ন। তাৎপর্য এই যে, পক্ষী বা শর আকাশে ছুটিয়া আকশের অভাব-নিবন্ধন ফিরিয়া চলিয়া আসে না, পরন্তু নিজ-সামর্থ্যের অভাব-নিবন্ধনই ফিরিয়া চলিয়া আসে, তদ্রূপ জ্ঞানিগণও নিজ-নিজ-বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষয়-নিবন্ধনই বিষ্ণুবিষয়ক ধারণা করিতে গিয়া অসমর্থ হইয়া নিবৃত্ত হন, পরন্তু ভগবন্মহিমার ক্ষয়, অন্ত বা সীমার অভাব আছে বলিয়াই নিবৃত্ত হন না।' (—শ্রীবীররাঘব)।।১৫০।।

'আমি সকল বৈষ্ণবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদের চরণে দৈন্যভরে এই প্রার্থনা জ্ঞাপন-পূর্বক নমস্কার করিয়া বলিতেছি যে, তাহারা যেন আমার কোনপ্রকার অপরাধ গ্রহণ না করেন।' প্রাকৃত-সহজিয়া ভক্তব্রুবগণ শুদ্ধভক্তির তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া আপনাদিগকে 'ভক্ত' বা 'বৈষ্ণব' বলিয়া মনে করে, কিন্তু তাঁহারা কৈতবগ্রস্ত ভোগী বা ত্যাগী হওয়ায় অকৈতব-ভক্তি হইতে সুদূরে অবস্থিত, সুতরাং বিষ্ণু-সেবা-লাভের পরিবর্তে বিষ্ণুমায়াকে ভোগ করিতে করিতে উহাকেই বিষ্ণুসেবা মনে করিয়া ভ্রান্ত হন। বৈষ্ণবাচার্য ঠাকুর বৃন্দাবন 'সর্ববৈষ্ণব'-শব্দে মিছাভক্ত পাষণ্ডী প্রাকৃত-সহজিয়াকে লক্ষ্য করেন নাই। তিনি বৈষ্ণবগণেরই আনুগত্য স্বীকার করিবার জন্য শিক্ষা দিয়াছেন।

"আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত, জাত্‌গোসাই।। অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী। তোতা কহে,—এই তের'র সঙ্গ নাহি করি।।"—এই প্রাচীন-মহাজনোক্ত তেরপ্রকার গৌর-বিরোধী অপসাম্প্রদায়িককে শুদ্ধবৈষ্ণব বলা যায় না, কেন না, তাহারা বিশুদ্ধ অবৈষ্ণব। তাহাদিগের দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবের আনুগত্যই এস্থলে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। অপরাধ-বশে যদি কেহ মনে করেন যে, দৈন্যবশে মনুষ্যমাত্রকেই লক্ষ্য করিয়া 'সর্ববৈষ্ণব'-শব্দ এস্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, এইরূপ মননকারী মূঢ়ব্যক্তি বিষ্ণুমায়াগ্রস্ত হইয়া 'অসুর'-সংজ্ঞা-লাভের যোগ্য হইয়াছে। জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব, কিন্তু অনাত্ম-প্রতীতি মূলে দুষ্টমনের চাঞ্চল্য ও স্থূল-শরীরের পাপাচরণ শুদ্ধ নিষ্কপট-বৈষ্ণবতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নহে। নির্মল বৈষ্ণব-স্বরূপের আনুগত্য-গ্রহণ আর বাহ্য ভোগ-প্রবৃত্তি মূলক বৈষ্ণবাপরাধের প্রশ্রয়-প্রদান কখনই সম-জাতীয় নহে।।১৫১।।

নিত্যানন্দপ্রভু—অপ্রাকৃত রাজ্যের একমাত্র সত্ত্বাধিকারী প্রভু। সংসারে আবদ্ধ হইয়া স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীর-দ্বয়-দ্বারা তাঁহার সেবা করা যায় না; পরন্তু তাঁহারই অমায়া-কৃপা-প্রভাবে সংসার-বিষয়-বাসনা-নির্মুক্ত অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি-দ্বয়ে 'অহং'-'মম'-ভাব-রহিত হইয়া অধোক্ষজ-বস্তুর সেবা-রস-সমুদ্রে মগ্ন হইবার যদি আর্তি উপস্থিত হয়, তবে কায়মনোবাক্যে নিত্যান্দপ্রভুর সেবাই কর্তব্য। বিষয়সংসার-পাশে বদ্ধ হইয়া ভোগ বা ত্যাগরূপ অভক্তির পঙ্কিল পয়ঃ-প্রণালীকে ভক্তি-সাগর বলিয়া ভ্রম

আপনাকে গুরু নিত্যানন্দ প্রভুর আশ্রিত নিত্যদাস-অভিমানে মহাপ্রভুর কৃপালাভ-বিষয়ে দৃঢ় আশাবন্ধ—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর।।১৫৩।।

বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন-দর্শন, প্রতীতি বা চিত্তবৃত্তি-ভেদে নিত্যানন্দকে নানা-সংজ্ঞায় অভিধান—

কেহ বলে,—"প্রভু-নিত্যানন্দ—বলরাম।"
কেহ বলে,—"চৈতন্যের মহা-প্রিয় ধাম ।।"১৫৪।।
কেহ বলে,—"মহা-তেজীয়ান্ অধিকারী।"
কেহ বলে,—"কোনরূপ বুঝিতে না পারি।।"১৫৫।।

গুরু-নিত্যানন্দের ঐকান্তিক আশ্রিত দাস গ্রন্থকারের ইষ্টদেব-প্রতি আদর্শ ভক্তিসূচক-বাক্য—

কিবা যতি নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন-মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি।।১৫৬।।
যে-সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
সে চরণ-ধন মোর রহুক হৃদয়ে।।১৫৭।।

হইলে নিত্যানন্দের সেবা হয় না; কেন না, নিত্যানন্দস্বরূপ---চৈতন্যপ্রকাশ-বিগ্রহ। অপ্রাকৃত গুরুতত্ত্বের বিচার করিতে গিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া, মিছা-ভক্ত বা অভক্ত-সম্প্রদায়ের যে কল্পিত লঘুবস্তুকে 'গুরু' বলিয়া ভ্রান্তি ঘটে, তাহা নিত্যানন্দস্বরূপ নহে।।১৫২।।

নিত্যানন্দপ্রভু চৈতন্যপ্রকাশ হইয়াও মহাপ্রভুর দাস। নিত্যানন্দ-স্বরূপ আমার প্রভু এবং গৌরসুন্দর---আমার প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু। আমার গুরুদেবের ভজনীয়-বস্তু স্বয়ং গৌরসুন্দর বলিয়া সর্বক্ষণ আমার চিত্তে এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমার শুদ্ধ নির্মল অস্মিতায় আমার প্রভু গুরুদেবের কৃপা-বলে কোন না কোন দিন মহাপ্রভুর শুদ্ধ-সেবায় সত্য অধিকার লাভ করিব অর্থাৎ মহাপ্রভু আমাকে স্বীয় দাস-দাসানুদাস বলিয়া মনে করিবেন।।১৫৩।।

কাহারও মতে, নিত্যানন্দপ্রভু---স্বয়ংরূপ-কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ বলরাম; কাহারও মতে, তিনি---চৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়াভিমানী বিষয়-বিগ্রহ; কেহ বা তাঁহাকে মহাভাগবত অবধূত পরমহংস বলিয়া বিচার করেন। আবার কেহ বা, তিনি---কিরূপ বস্তু, বুঝিতেই পারেন না। নিত্যানন্দস্বরূপ সন্ন্যাসি-গুরু পরমহংস অবধূতই হউন, অথবা ভগবজ্জ্ঞানে জ্ঞানি-ভক্তই হউন অর্থাৎ যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই তাঁহাকে বলুন না কেন, অথবা চৈতন্যদেবের সহিত নিত্যানন্দের যে-কোন সম্বন্ধ থাকুক না কেন, সেই নিত্যানন্দের অমূল্য পাদপদ্ম আমি হৃদয়ে সর্বদাই ধারণ করিব। যদি কোন পাষণ্ডী নারকী অন্ধতামিশ্র বা মহা-রৌরব নামক নরকে মহা-ক্লেশ যন্ত্রণা-ভোগকে অতি উপাদেয়-জ্ঞানে তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত আমার শ্রীগুরুদেবের নিন্দা করে, তাহা হইলে সে যত বড়ই উচ্চস্থান অধিকার করুক না কেন, তাদৃশ স্থান, কাল ও পাত্রের প্রকৃত মর্যাদা-সংরক্ষণ-বিষয়েও উদাসীন থাকিয়া আমি তাহার দুর্বুদ্ধির আধার মস্তকে পদাঘাত করিব। (ভাঃ ১০।৬৮।৩১ শ্লোকে কৌরবগণের দুঃশীলতা-দর্শনে ও অবাচ্যবাক্য-শ্রবণে শ্রীবলদেবের উক্তি---) "নূনং নানা-মদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ। তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা।।" অর্থাৎ যে সকল অসাধু রূপ-ধন-জন-কুল-বিদ্যা-তমো-মদে স্ফীত হইয়া শান্তি ইচ্ছা না করে, দুর্দমনীয় পশুগণের প্রতি লগুড়-প্রয়োগের ন্যায় শিশুনীতির পরিবর্তে পশুনীতি অবলম্বনে দণ্ডবিধান দ্বারাই তাহাদের অসংযম প্রকৃষ্টরূপে শান্ত হয়।"

প্রকৃত শিষ্যের সদ্গুরু-পাদপদ্মে এইপ্রকার প্রকৃত নির্মল সর্বোত্তম-ভক্তির কোন প্রকার নূন্যতা উপলব্ধ হইলে কাহাকেও বিঘশাসী 'শিষ্য'-শব্দে অভিহিত করা যাইবে না। পাপপরায়ণ নারকিগণ এই কথা বুঝিতে না পারিয়া গুরুভক্তির পরিবর্তে গুরুদ্রোহাচরণপূর্বক নিজের অমঙ্গল সাধন করে। যথার্থ-শিষ্যের শাস্ত্রবিহিত শিষ্টাচার ঠাকুর-বৃন্দাবন উজ্জ্বলতম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য যে মহা-কল্যাণময়ী কথা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য সমগ্র শুদ্ধবৈষ্ণব-জগৎ ঠাকুর-বৃন্দাবনকে গুরুপাদপদ্মাশ্রিত বৈষ্ণব-সমাজের 'গুরুদেব' বলিয়া জানেন। ঘৃণিত কপটতা বা পাপাচার-মূলে যাহাদের এই শ্রুতিবিচারের প্রতি কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহাদের জন্ম-জন্মান্তরেও গৌর-কৃষ্ণ-ভক্তি-লাভের সম্ভাবনা নাই। নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা-লাভ-পূর্বক ঠাকুর-বৃন্দাবন তাঁহারই স্থলাভিষিক্ত হইয়া জগতে আচার্য-গুরুর কার্য করিয়াছেন। ভারবাহী অনভিজ্ঞ বিদ্ধভক্তগণ কপট-দৈন্যের মূর্ত্য-অবতার নারকী প্রাকৃত-সহজিয়াকে আদর্শ-গুরুজ্ঞানে ঠাকুর-বৃন্দাবনের শ্রীচরণে অপরাধী হইয়া পড়ে।

গুরু-নিত্যানন্দ-বিদ্বেষীকে চৈতন্যাশ্রিত গ্রন্থকারের পদস্পর্শ দ্বারা চৈতন্যোন্মুখী করণ-রূপ অহৈতুক-কৃপা-প্রদর্শন—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে।।১৫৮।।

সদৈন্যে গ্রন্থকারের গুরু-নিত্যানন্দ-স্তুতি, প্রার্থনা ও লালসা—

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যজীবন।
তোমার চরণ মোর হউক শরণ।।১৫৯।।
তোমার হইয়া যেন গৌরচন্দ্র গাঙ।
জন্মে-জন্মে যেন তোমা'-সংহতি বেড়াঙ।।১৬০।।

আদিখণ্ডে চৈতন্য-কথা-শ্রবণে জীবের চিদ্বৃত্তির উন্মেষণ-ফলে কৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা-লাভ—

যে শুনয়ে আদিখণ্ডে চৈতন্যের কথা।
তাহারে শ্রীগৌরচন্দ্র মিলিবে সর্বথা।।১৬১।।

পুরীপাদ-সমীপে বিদায়গ্রহণান্তে প্রভুর নবদ্বীপে আগমন—

ঈশ্বরপুরীর স্থানে হইয়া বিদায়।
গৃহে আইলেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।।১৬২।।
শুনি' সর্ব নবদ্বীপ হৈল আনন্দিত।
প্রাণ আসি' দেহে যেন হৈল উপনীত।।১৬৩।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।১৬৪।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে গয়া-গমন-বর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

চৈতন্য-নিত্যানন্দাশ্রিত কোন শুদ্ধভক্তই ঠাকুর-বৃন্দাবনের বিরোধী অসৎ অপসম্প্রদায়ের কোন-প্রকার সঙ্গ করেন না। অতীত দুষ্কৃতি বা দুর্ভাগ্যবশে কোন-প্রকারে যাহার তাদৃশ অসৎসঙ্গ-লাভ ঘটে, তাহার কুরুচি-গ্রস্ত মন বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের শ্রীচরণ হইতে বিচ্যুত হওয়ায় তাদৃশ অসতের দুঃসঙ্গে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের কোন যোগ্যতা নাই। প্রভু-বৃন্দাবনদাসের অমন্দোদয়া দয়া বুঝিতে দাম্ভিক-সমাজের এখনও কোটি-কোটি-জন্ম অবশিষ্ট আছে; সুতরাং তাহাদের অপরাধের ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত তাহারা নিজেদের শিরোদেশে শুদ্ধবৈষ্ণবের অমন্দোদয় নির্মল পদাঘাত গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য-সুযোগ কখনও লাভ করিতে পারিবে না। শুদ্ধবৈষ্ণবের নিষ্কপট-দয়া-লাভের সদিচ্ছাও অনভিজ্ঞ প্রাকৃত পাপী, পুণ্যকর্মী বা জ্ঞানীর নিকট সুদুর্লভ বস্তু। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধী জীবগণ পূর্বপূর্ব-জন্ম-জন্মান্তরে এমন কোন সুকৃতি লাভ করে নাই, অথবা তাহাদের সহস্র পূর্বপুরুষ এমন কোন সুকৃতিপুঞ্জ সঞ্চয় করেন নাই যে, ঠাকুর-বৃন্দাবনের নির্মল নিঃশ্রেয়স-পরমার্থ-শিবদ পদাঘাত লাভ করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। যে-মুহূর্তে পাপিগণের স্বরূপের শিরোদেশে শুদ্ধবৈষ্ণবের পদধূলি পতিত হইবে, সেই মুহূর্তেই তাঁহারা যাবতীয় সাংসারিক কৈতব-কল্মষ-কিল্বিষ-কলুষ-রাশি-নির্মুক্ত হইয়া ভক্তি-সম্পত্তির অধিকারী হইবেন।।১৫৪-১৫৮।।

'হে প্রভো! আমি যে-কোন-যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, তোমার অনুগত অনুচররূপে যেন অনুগমন করিতে পারি। আর হে প্রভো! তুমি যখন মহাপ্রভুর গুণগান ব্যতীত আর কিছুই কর না, তখন তোমার সর্বকনিষ্ঠ দাস আমিও যেন তোমার সেই সেবারই কিঞ্চিৎ সহায়তা সম্পাদনার্থ নিরন্তর নিযুক্ত থাকিতে পারি।' বর্তমানকালে বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সংশ্লিষ্ট মঠবাসী অপ্রাকৃত-বৈষ্ণবগণ সমস্ত সাংসারিক কার্য পরিত্যাগ করিয়া গৌরচন্দ্রের গুণ-গান করিবার জন্য নিত্যানন্দস্বরূপের অনুগমন করিতেছেন। তাঁহারাই ঠাকুর-বৃন্দাবনের প্রকৃত নির্মল অন্তেবাসী। এই কারণে তাঁহাদের বিরোধী কলিহত দুর্বুদ্ধি জনগণ অবশ্যই পাপ-পরায়ণ ও নরকপথের যাত্রী।।১৬০।।

যেমন জীবের প্রাণ-বায়ু স্তব্ধ হইলে তাহাকে মৃতপ্রায় বলা যায় এবং নিশ্চল-দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইলে তাহকে হৃষ্ট ও চেতন বলা যায়, তদ্রূপ গৌরসুন্দর শ্রীমায়াপুর হইতে কিছুকালের জন্য গয়াতীর্থাভিমুখে যাত্রা এবং তথায় কিছুকাল অবস্থান করায় সমগ্র-নবদ্বীপবাসী প্রাণহীন হইয়াছিল। এক্ষণে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন-হেতু সকলেই সঞ্জীবিত হইলেন।।১৬৩।।

ইতি গৌড়ীয়ভাষ্যে সপ্তদশ অধ্যায়।

ইতি আদিখণ্ড সমাপ্ত।